Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmrbbd@gmail.com

Magh 28, 1430 Bangla, February 11, 2024, Sunday, No. 42, 54th year

H I G H L I G H T S

Awami League President and Prime Minister Sheikh Hasina has given strict instructions to local public representatives to stop extortion and hoarding everywhere. (Jago FM: 16)

AL GS Obaidul Quader claims that no popular leader like Sheikh Hasina has been created in the country in 48 years. He says, Sheikh Hasina is the heir of economic liberation of Bangladesh. (Jago FM: 16)

Foreign Minister says, although Myanmar has agreed to take back the displaced Rohingyas staying in Bangladesh, the repatriation process may be delayed due to the ongoing internal crisis in Myanmar. (R. Today: 15)

Zainul Abdin Farooque, a member of BNP chairperson's advisory council, comments that AL will have to pay for ages for killing democracy through oppression, torture and illegal elections. (Jago FM: 18)

Residents of Whykong union in Teknaf upazila reported sound of heavy gunfire from Myanmar amid clashes between security forces and rebel group Arakan Army. (VOA: 09)

Police have sought a 10-day remand for 23 armed Myanmar nationals, who were sued by BGB on Friday. (VOA: 08)

Military patrol posts along Myanmar's border with BD are now manned by members of Arakan Army. In such a situation, security analysts believe that BD govt. has to take very careful steps in this area. (BBC: 03)

Médecins Sans Frontières or Doctors Without Borders says in a statement that the degradation of the security context on the Bangladesh-Myanmar border is "concerning". (VOA: 07)

Interns are sometimes accused of beating or abusing patients' relatives. Why do they behave this way? Experts say, pressure of patients in Medical College Hospitals is so high that they sometimes lose control. (DW: 12)

Amid heated discussion in two Bengals after Indian govt. certified Tangail saree as the GI product of WB, BD govt. published a journal on February 8 recognizing Tangail saree as a GI product. (BBC: 04)

Pakistan's powerful army chief has urged the countrymen to leave "anarchy and polarization" behind as two ex-prime ministers claimed victory in an election that has defied expectations. (BBC: 19)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
মাঘ ২৮, বাংলা ১৪৩০, ফেব্রুয়ারি ১১, ২০২৪, রবিবার, নং- ৪২, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সব জায়গায় চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি বন্ধ করতে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (জাগো এফএম : ১৬)

৪৮ বছরের মধ্যে দেশে শেখ হাসিনার মতো জনপ্রিয় নেতা সৃষ্টি হয়নি বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা হচ্ছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির উত্তরাধিকারী।
(জাগো এফএম : ১৬)

বাংলাদেশে অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমার একমত হলেও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ চলমান সংকটের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।
(রে. টুডে: ১৫)

জুলুম, নির্যাতন ও অবৈধ নির্বাচন করে গণতন্ত্র হত্যার জন্য আওয়ামী লীগকেই যুগ যুগ ধরে খেসারত দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক। (জাগো এফএম : ১৮)

বাংলাদেশ সংলগ্ন মিয়ানমার ভূখণ্ড থেকে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের বাসিন্দারা। (ভোয়া: ০৯)

মিয়ানমার থেকে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করা ২৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে আদালতে হাজির করার পর, প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ। (ভোয়া: ০৮)

বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার সীমান্তের সামরিক টহল চৌকিগুলোতে এখন রয়েছে আরাকান আর্মির সদস্যরা যারা মূলত বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে এই এলাকায় খুবই সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। (বিবিসি: ০৩)

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতিকে 'উদ্বেগজনক' বলে মন্তব্য করেছে মেডিসিন্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স বা ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স (এমএসএফ)। (ভোয়া: ০৭)

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই রোগীর স্বজনদের মারধর বা লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কেন তাদের এই আচরণ? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলছেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে রোগীর চাপ এত বেশি থাকে যে, তারা মাঝে মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। (ডয়চে ভেলে : ১২)

ভারত সরকার টাঙ্গাইল শাড়িকে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে সনদ দেওয়ার পর থেকে দুই বাংলায় এ নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখন বাংলাদেশ সরকার ৮ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। (বিবিসি: ০৪)

পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচনে সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ এবং ইমরান খান উভয়ই নিজেদের জয় দাবি করেছেন। এমন অবস্থায় পাকিস্তান প্রভাবশালী সেনাপ্রধান দেশবাসীকে নৈরাজ্য ও দলাদলি, ত্যাগ করে ঐক্য গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন। (বিবিসি: ১৯)

বিবিসি

আরাকান আর্মির দখলে সীমান্ত, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন?

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত এলাকায় গত কয়েক দিন ধরে টানা সংঘাতের পর শুক্রবার উত্তেজনা কমে এসেছে। তবে এই সংঘাতের পর মঙ্গলবার রাখাইন রাজ্যটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে আরাকান আর্মি। ফলে বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার সীমান্তের সামরিক টহল চৌকিগুলোতে এখন রয়েছে আরাকান আর্মির সদস্যরা যারা মূলত বিদ্রোহী গোষ্ঠী। এমন অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারকে এই এলাকায় খুবই সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মনে করছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না যাতে করে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের কাছে ভুল কোনো বার্তা যায়। নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর(অব:) ইমদাদুল ইসলাম মনে করেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের এই সীমান্ত সামরিকভাবে বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। বৃহস্পতিবার ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন সীমান্ত প্রাচীরে আরাকান আর্মির সদস্যদের সশস্ত্র অবস্থায় সীমান্তে পাহারা দিতে দেখা গেছে। সেখানে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সেনাবাহিনীর কোনও উপস্থিতি চোখে পড়েনি।

মিয়ানমারের পত্রিকা ইরাবতীর সাতই ফেব্রুয়ারির এক খবরে বলা হয়েছে, মাস খানেক ধরে হামলা চালানোর পর গত ৬ই ফেব্রুয়ারি জাতিগত রাখাইন সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মি রাজ্যটির মিনবিয়া শহরাঞ্চলে থাকা দুটি জান্তা সামরিক ইউনিটের সদরদপ্তরগুলো দখল করে নিয়েছে। একই দিনে বাংলাদেশের সাথে সীমান্তে মংডু শহরাঞ্চলের টং পিও টহল চৌকি দখল করে নিয়েছে আরাকান আর্মি। এছাড়া মঙ্গলবার পর্যন্ত রাখাইনের উত্তরাঞ্চলে ম্রাউক-ইউ, কিয়াউকতাও, মিনবিয়া, রামরি, আন এবং মাইবন এলাকায় সংঘর্ষ চলেছে। বান্দরবানের জেলা প্রশাসক শাহ মোজাহিদ উদ্দিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, তমব্রু সীমান্তে পরিস্থিতি আগের তুলনায় শান্ত হয়ে এসেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক কিছুটা কমেছে এবং তারা তাদের বাড়ি-ঘরে ফেরত যেতে শুরু করেছে। মিয়ানমারের ভেতরে সামরিক বাহিনী আউটপোস্টগুলো আরাকান আর্মি দখলে নেয়ার পর বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে কোন ধরনের বাড়তি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কি না এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষা বাহিনী বিজিবি এখনো পর্যন্ত "ধৈর্য ধারণ করে সব ধরনের প্রস্তুতি তারা রেখেছে।„ এ বিষয়ে তিনি আর কোনো তথ্য দিতে চাননি।

সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষা বাহিনীর সেনা মোতায়েনের সংখ্যা আগের চেয়ে কিছুটা বাড়ানো হলেও সেটা অনেক বেশি নয় বলে জানা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, মিয়ানমারের চলমান সংঘাতে বাংলাদেশের জনসাধারণ, সম্পদ বা সার্বভৌমত্ব কোনও ভাবে যাতে হুমকির মুখে না পড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে। বিদ্রোহীরা ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা ছাড়িয়ে দক্ষিণের দিকে অর্থাৎ বাংলাদেশের টেকনাফ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। মিয়ানমারের ভেতরে সংঘাতের জের ধরে সীমান্তবর্তী টেকনাফ-সেন্ট মার্টিন রুটে ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে পর্যটকবাহী সব জাহাজ চলাচল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এটি বন্ধ থাকবে। ঘুমধুম-তমব্রু সীমান্তের মিয়ানমার অংশে আরাকান আর্মি দখলে থাকার সময়ে বাংলাদেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও একটি বিষয়ে তারা মোটামুটি একমত। আর তা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদে বাংলাদেশের খুব বেশি কিছু পদক্ষেপ নেয়ার নেই। কারণ সংঘাতের বিষয়টি এখনো মিয়ানমার সীমান্তের ভেতরেই রয়েছে। তারা বলছেন, এই মুহূর্তে বাংলাদেশের উচিত সংঘাতময় সীমান্ত সামরিকভাবে বন্ধ করে দেয়া।

নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব:) ইমদাদুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ সীমান্ত সামরিকভাবে বন্ধ করে দেয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প এখন হাতে নেই। কোনো বিদেশি নাগরিক বা আশ্রয় প্রার্থী বা আদিবাসীরা এসে যাতে আশ্রয় নিতে না পারে সে অর্থে বন্ধ করে দেয়া নয়, বরং সীমান্তের ভেতরে নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি থাকতে হবে। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী তাদের দখল হয়ে যাওয়া টহল চৌকি পুনরুদ্ধারে অভিযান শুরু করলে বাংলাদেশের ভেতরে এক ধরনের নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করবে বলে মনে করেন তিনি। আর সেটি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে প্রস্তুতি রাখতে হবে। তিনি বলেন, মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষা পুলিশ যেমন বাংলাদেশের ভেতরে আশ্রয়ের জন্য ঢুকে পড়েছে, তেমনি আরাকান আর্মির সদস্যরাও যাতে ঢুকে পড়তে না পারে নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে। নিরাপত্তা বিশ্লেষক এয়ার কমোডর (অব:) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের তরফ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যাত্রী আসা-যাওয়ার বিষয়গুলো এখন বন্ধ থাকবে। কারণ এগুলো ইমিগ্রেশন বা কাস্টমস কোনো কিছুই এখন মিয়ানমার অংশে নাই। সেগুলো এখন আরাকান আর্মির দখলে। এর বাইরে যে এলাকা থাকবে সেখানে যোগাযোগ চলতে পারে। "কারণ অনির্দিষ্টকালের জন্য তো সীমান্ত বন্ধ থাকতে পারে না। আমাদের রোহিঙ্গারা আছে, ওপারে আরও রোহিঙ্গা রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে একটা অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়তো আছে।„ তিনি বলেন, এই সংকটের একটা সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সীমান্তে একটা অচল অবস্থা বিরাজ করবে এবং স্বাভাবিকভাবেই মিয়ানমারের সাথে ওই সীমান্ত এলাকা দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যোগাযোগ বন্ধ থাকবে। টেকনাফ সীমান্তের কথা উল্লেখ করে মি. ইসলাম

বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেখানে মিয়ানমার সরকারের ব্যবসা ও ইমিগ্রেশন দেখার জন্য সরকারি কর্মকর্তা থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সীমান্ত খোলা থাকবে। এরপর পরিস্থিতি যদি ভেঙ্গে পড়ে এবং কোনো কর্মকর্তা না থাকে তাহলে তো সীমান্ত-সহ সবকিছুই বন্ধ করে দিতে হবে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সীমান্ত ঘেঁষা এলাকাগুলো থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে এরই মধ্যে। তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে চলা সম্ভব নয় বলে মনে করেন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব:) ইমদাদুল ইসলাম। মি. ইসলাম বলেন, রাখাইন রাজ্যে যে সংঘাত শুরু হয়েছে তা শিগগিরই শেষ হবে বলে মনে করেন না তিনি। আর তাই "তাদেরকে (স্থানীয় বাসিন্দাদের) এলাকা ছাড়া করা যাবে না। তাদের প্রতিরক্ষার একটা ব্যবস্থা করতে হবে।„ উদাহরণ হিসেবে তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি বাহিনীর গোলাগুলির সময় বাঙালি ও পাহাড়ি বসতিগুলোর প্রতিটি বাড়িতে একটি বা দুইটি করে ট্রেঞ্চ (মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি) খুড়ে রাখা হতো। যাতে করে গোলাগুলির সময় তারা সেগুলোতে আশ্রয় নিতে পারে।

এছাড়া মিয়ানমার সীমান্তের ভেতরে কী হচ্ছে বা কী হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। "এখানে কি আরাকান আর্মির গতিবিধি বাড়ছে অথবা আরাকান আর্মির উপর মিয়ানমার সেনাবাহিনী কোনও এলাকায় আক্রমণ পরিচালনা করতে যাচ্ছে? হলে, সেসব এলাকায় পূর্ব একটা সংকেত দেয়া যেতে পারে।„ বেসামরিক ব্যবস্থাপনায় যেগুলো সাধারণ মানুষের প্রতিরক্ষায় কাজ করে সেগুলো প্রয়োগের চিন্তা করতে হবে। দীর্ঘ মেয়াদে যদি এই সংকট চলতে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারকে সতর্কতার সাথে ব্যবস্থা নিতে হবে। এর আগে সীমান্তে যখন মর্টার শেল পড়েছে বা হেলিকপ্টার আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে, তখন মিয়ানমার সরকারের কাছেই প্রতিবাদ ও উদ্বেগ জানানো হয়েছে। একইভাবে আরাকান আর্মি বা অন্য কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠীও যদি একই ধরনের লঙ্ঘনের মতো কোনো ঘটনা ঘটায় বা সীমান্তের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে তাহলেও সেটি মিয়ানমারের সরকারকেই কূটনীতিক মাধ্যমে সমাধানের জন্য চাপ দিতে হবে। বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের বিষয়ে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে। অনেকে বিদ্রোহীদের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগকে উৎসাহিত করলেও অনেকে আবার বলছেন যে, এতে করে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের কাছে ভুল বার্তা যেতে পারে।

এয়ার কমোডর (অব:) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী বলেন, কারণ আরাকান আর্মির সাথে এখন যোগাযোগ করা সম্ভব নয়, যোগাযোগ করা উচিতও হবে না। তবে তারা যদি স্থায়ীভাবে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণে থাকে তাহলে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কিছু একটা হয়তো স্থাপন হতে পারে। "আরাকান আর্মি যদি দীর্ঘসময় রাখাইনের নিয়ন্ত্রণে থাকে, এবং রাখাইন অঞ্চলে যদি তারা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তাহলে, তখন তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক না হলেও অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ করতেই হবে,„ বলেন তিনি। তিনি বলেন, তবে এই মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে যে পরিস্থিতি কোন দিকে যায়। কারণ মিয়ানমারের মোট ভূখণ্ডের ৭০ শতাংশের মতো এখন হয় বিদ্রোহীদের দখলে না হলে হয়তো কিছু জায়গা নিয়ে জান্তা সরকার ও বিদ্রোহীদের মধ্যে সংঘাত চলছে। আর মাত্র ৩০ শতাংশ ভূখণ্ডে জান্তা সরকারের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। আরেকজন নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর জেনারেল (অব:) আব্দুর রশীদ বলেন, বাংলাদেশের সীমান্তের সাথে যারা থাকবে তারা কোনো বৈধ সরকার কি না সেটি বড় প্রশ্ন হয়ে সামনে আসবে। এছাড়া তাদের সাথে কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হবে কি না, বাংলাদেশের সাথে তাদের আচরণ বা নীতি কী হবে, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, দুই দেশের সীমান্ত ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে হবে যাতে দুই দেশের মানুষই নিরাপদে থাকে। তিনি মনে করেন, বাংলাদেশ যেহেতু কোনো ধরনের সংঘাতে জড়াতে চায় না, তাই সীমান্তের পাশে যেই থাকুক না কেন তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমেই এগুতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। অবশ্য নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অব:) ইমদাদুল ইসলাম মনে করেন, বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হলে তা হবে হিতে বিপরীত। "তখন মিয়ানমার সামরিক জান্তা হয়তো একটা বার্তা পেতে পারে যে বাংলাদেশ তাদের উস্কে দিচ্ছে। সুতরাং এ ধরনের কোনো ফাঁদে আমাদের পা দেয়া যাবে না।„ যদি আরাকান আর্মি দীর্ঘদিন ধরে এই রাজ্যের দখলে থাকে তাহলে বাংলাদেশ বিষয়টি জাতিসংঘে তুলতে পারে। জাতিসংঘ তখন প্রস্তাব তুলবে। "এই দুই পক্ষের মধ্যে মাঝামাঝি তখন অবস্থান নেবে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনী। তখন কিন্তু বাংলাদেশের জন্য একটা সুযোগ তৈরি হবে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের সুযোগ তৈরি হবে।„ তিনি মনে করেন, এখানে বাংলাদেশ কতটা কূটনৈতিক দূরদর্শীভাবে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে সেটিই এখন দেখার বিষয় হবে। কারণ এখন এই সমস্যার সাথে জাতিসংঘ-সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক মাধ্যমকে এই সংকটের মুখোমুখি করা যাবে। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৪ রিহাব)

টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ কার থাকবে- ভারতের না কি বাংলাদেশের?

ভারত সরকার টাঙ্গাইল শাড়িকে জিওগ্রাফিক্যাল আইডেন্টিফিকেশন (জিআই) বা ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে সনদ দেওয়ার পর থেকে দুই বাংলায় এ নিয়ে আলোচনা যখন তুঙ্গে, তখন আলোচনার পালে নতুন হাওয়া লাগালো বাংলাদেশ সরকার। আটই ফেব্রুয়ারি দুপুরে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্টস, ডিজাইন এবং ট্রেডমার্ক বিভাগ (ডিপিডিটি) টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি জার্নাল প্রকাশ করে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে,

দু,টো দেশ থেকে একই পণ্য জিআই সনদ পেতে পারে কি-না। কিংবা, ভারত যদি এখন ডিপিডিটি থেকে প্রকাশিত এই জার্নালের বিরোধিতা করে, তাহলে কী হবে? অথবা, টাঙ্গাইল শাড়ি,র জিআই ফিরে পেতে বাংলাদেশের করণীয় কী হবে? এইসব প্রশ্নের উত্তর জানার আগে একটু জেনে নেয়া প্রয়োজন, সেই জার্নালে আসলে কী কী আছে।

কোনও পণ্যের জিআই সনদ পেতে হলে কোনও একটা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানকে ডিপিডিটি বরাবর আবেদন করতে হয়। তাই, টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই স্বীকৃতি পেতে গত ছয়ই ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক মো. কায়ছারুল ইসলাম ডিপিডিটি,র কাছে আবেদন করেছিলেন। তার আবেদনে সাড়া দিয়েই ডিপিডিটি টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রজ্ঞাপন দিয়েছে। এই শাড়ির ইতিহাস, ঐতিহ্য, বুনন পদ্ধতি ও নিজস্বতা তুলে ধরে প্রকাশ করে জার্নাল নং ৩২। জেলা প্রশাসকের করা আবেদনপত্রে বলা হয়েছে যে টাঙ্গাইল শাড়ি মূলত চার প্রকার এবং এখানে এই শাড়ির বৈশিষ্ট্যকে মোট ছয়টি ভাগে ভাগ ধরা হয়েছে। সেগুলো হলো- টাঙ্গাইল শাড়ি সম্পূর্ণ হাতে বোনা হয়। তবে বর্তমানে মেশিন তাঁতেও বুনন করা হয়ে থাকে। টাঙ্গাইল জেলা যমুনা ও ধলেশ্বরী নদীর পাশে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু শাড়ি বোনার উপযোগী। নদীর পানির বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য সুতার প্রক্রিয়াজাতকরণ (যেমন- সুতা রঙ করা, মাড় দেওয়া) ভালো হয় এবং রঙের স্থায়িত্বের পাশাপাশি কাপড়ের স্থায়িত্ব ও গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। শাড়ির পাড়ের নকশায় বৈচিত্র্য রয়েছে। পুরো বুননের পর পাড়ের ও জমিনের কিছু কিছু নকশা আলাদাভাবে হাতে বুনন করা হয়। আরামদায়ক একটি পরিধেয় বস্ত্র, যা যেকোনও ঋতুতে পরার উপযোগী। টাঙ্গাইল শাড়ি মার্জিত, রুচিশীল ও আভিজাত্যপূর্ণ। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্য ও শাড়ির বর্ণনা দেয়ার জন্য এই আবেদনপত্রে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন প্রবাদও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, `নদী চর খাল-বিল গজারির বন; টাঙ্গাইল শাড়ি তার গরবের ধন, বা, `চমচম, টমটম, তাঁতের শাড়ি; এই তিনে মিলে টাঙ্গাইলের বাড়ি,। শিল্প মন্ত্রণালয় ডিপিডিটি-তে জার্নাল প্রকাশের মাধ্যমে টাঙ্গাইল শাড়িকে প্রাথমিকভাবে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যদিও এই স্বীকৃতি পাওয়া মানেই সনদ পাওয়া না।

টাঙ্গাইল শাড়ি শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের জিআই পণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে কি না, সেটা জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও অন্তত দুই মাস। এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সনদ পাওয়ার জন্য এই পাবলিকেশন পর্যাপ্ত না। জার্নালে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এটা এখন প্রাথমিক স্বীকৃতি পেল। এরপর কারও কোনও অভিযোগ থাকলে তাদের আপিল করার সুযোগ থাকবে। আপিল না করলে দুই মাস পর টাঙ্গাইল শাড়ি জিআই সনদ পাবে। কিন্তু আপাতত স্বীকৃতিটা আমরা দিয়ে দিয়েছি।" অর্থাৎ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জার্নাল প্রকাশ হওয়ার পর সর্বোচ্চ দুই মাস সময় থাকে। এই সময়ে ঐ পণ্যের সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনও দেশ বা জেলা, এমনকি প্রতিষ্ঠানও অভিযোগ জানাতে পারে। কিন্তু, বিরোধিতা করার জন্য দুই মাস থাকা সত্ত্বেও ভারতের আবেদনের বিপরীতে বাংলাদেশ থেকে কেন কোনও অভিযোগ জানানো হলো না; ঘুরে-ফিরে এই প্রশ্নটি বারবার সামনে আসছে। এ প্রসঙ্গে ডিপিডিটি জানিয়েছে, এই বিষয়টির ওপর জেলা প্রশাসনের লক্ষ্য রাখা উচিৎ ছিল। তবে ভারতে জার্নাল প্রকাশের বিষয়টি জানা ছিল না উল্লেখ করে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কায়ছারুল ইসলাম বিবিসি বাংলাকে বলেন, "জার্নালে (ভারতের) প্রকাশ হওয়ার বিষয়টা আমার জানা নেই। ভারত স্বীকৃতি দিয়েছে, আমি জানতে পারি দোসরা ফেব্রুয়ারি। তাদের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে।„

কিন্তু তাড়াহুড়ো করে তারা এখনই কেন আবেদন করল, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি আরও বলেন, "টাঙ্গাইল শাড়ি নিয়ে আমাদের ডকুমেন্টেশন রেডি হয়ে গেছিল। রেফারেন্সিংয়ের কাজ চলছিল। ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মাঝে আমরা এমনিতেই এটি জমা দিতাম।„ মি. ইসলাম জানান, শুধুমাত্র টাঙ্গাইল শাড়ি না, টাঙ্গাইলের আরও কিছু পণ্যের জিআই স্বীকৃতির জন্য টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসন অনেকদিন ধরেই কাজ করছে। এদিকে ভারত সরকারের টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই সনদ দেয়া প্রসঙ্গে গত ছয়ই ফেব্রুয়ারি ডিপিডিটি মহাপরিচালক মো. মুনিম বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, "জিআই সার্টিফিকেশনটাকে একটা পণ্য হিসেবে দেখতে পারেন। এখন আপনি (কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান) যদি আমার (ডিপিডিটি) কাছে না আসেন, তাহলে আমি তো আপনাকে দিয়ে দিতে পারব না।„ যদিও দেশের সকল ঐতিহ্যবাহী পণ্যের জিআই রক্ষার জন্য একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ডিপিডিটি। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা 'ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস অর্গানাইজেশন, (ডব্লিউআইপিও)-এর বিধিমালা মেনে একটা দেশ তাদের নির্দিষ্ট কোনও পণ্যকে জিআই স্বীকৃতি দেয়া হয়। ডব্লিউআইপিও হলো `ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, (ডব্লিউটিও)-এর অধীনস্থ একটি সংস্থা। বর্তমানে ডব্লিউআইপিও,র সদস্য দেশ ১৯৩টি। সব সদস্য দেশের ক্ষেত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য। ভারতের জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশনস রেজিস্ট্রি থেকে জানা যায়, চলতি বছরের পহেলা ফেব্রুয়ারি ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন অ্যান্ড ট্রেড মার্কস বিভাগের পক্ষ থেকে টাঙ্গাইল শাড়িকে পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে ১০ বছরের জন্য সনদ দেওয়া হয়। এই সনদ প্রাপ্তির জন্য ভারত আবেদন করেছিলো ২০২০ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে।

এখন টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই সনদ ফিরে পেতে হলে বাংলাদেশকে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের কিছু আইনি জটিলতা রয়েছে। বিভিন্ন পণ্যের ন্যায্য সুরক্ষার জন্য বেশ কিছু আন্তর্জাতিক আইন আছে।

সেগুলো হলো- প্যারিস কনভেনশন ফর দ্য প্রোটেকশন অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোপার্টি (১৮৮৩), মাদ্রিদি এগ্রিমেন্ট অন ইনডিকেটর অব সোর্স (১৮৯১), লিসবনি এগ্রিমেন্ট ফর দ্য প্রোটেকশন অব অরিজিন অ্যান্ড দেয়ার ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্ট্রেশন (১৯৫৮) এবং ডব্লিউটিওর বাণিজ্যবিষয়ক মেধাস্বত্ব আইন (ট্রিপস-১৯৯৪)। কিন্তু সমস্যা হলো, বাংলাদেশ মাদ্রিদি এং লিসবনি চুক্তির সদস্য না। বিবিসি বাংলাকে এমনটাই জানিয়েছেন ডিপিডিটি,র পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) আলেয়া খাতুন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ লিসবনি চুক্তির সদস্যভুক্ত দেশ না। আবার, মাদ্রিদ প্রটোকল চুক্তিতে ইন্ডিয়া মেম্বার, কিন্তু আমরা না। তাই ডব্লিউআইপিও-তে তারাও জানাতে পারবে না, আমরাও পারব না।"

তবে অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে আইনগতভাবে টাঙ্গাইল শাড়ি জিআই প্রাপ্তি সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়নি। তিনি জানান যে, এই বিষয়টির সুরাহা করতে হলে বাংলাদেশকে ভারতের আইনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং ঐ দুই চুক্তি ব্যবহার না করা গেলেও অন্য চুক্তিগুলো বাংলাদেশ ব্যবহার করতে পারবে। "ভারতের আইনের অধীনে তিন মাসের ভেতরে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এখনও আইনি সুরক্ষা চাইতে পারে। জানুয়ারি তো চলেই যাচ্ছে। ঐ আইনের অধীনে আগামী তিন মাসের মাঝে অ্যাপিল করতে হবে।" দিল্লি বা ভারতে বাংলাদেশি হাইকমিশনের মাধ্যমে আইনজীবী নিয়োগ করে দ্রুত ভারতের আদালতে মামলা দায়ের করার পরামর্শ দেন এই অর্থনীতিবিদ। সেইসাথে, তিনি আরও মনে করেন যে, সুইজারল্যান্ডের জেনেভাতে অবস্থিত ডব্লিউআইপিও,র সঙ্গে বাংলাদেশ মিশনের মাধ্যমে এই বিষয়টি নিয়ে দ্রুত আলোচনা করা প্রয়োজন। একইভাবে বাংলাদেশ সরকারের দ্রুতই একটি টাস্কফোর্স গঠন করা উচিৎ যেখানে নৃতত্ব, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইতিহাস; সব ধরনের বিশেষজ্ঞ থাকবেন। "এটা না করলে জার্নাল আধাখেচড়াভাবে হওয়ার সুযোগ থাকবে, যা আমাদের আবার বিপদে ফেলবে।" এখন ভারত যেহেতু ইতোমধ্যে টাঙ্গাইল শাড়িকে জিআই পণ্য হিসেবে সনদ দিয়েছে, তাই ভারত সরকার চাইলে বাংলাদেশের ডিপিডিটি থেকে প্রকাশিত এই জার্নালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারে।

ভারত বিরোধিতা জানালে বাংলাদেশ কী করবে, এটা জানতে চাইলে ডিপিডিটি,র পরিচালক আলেয়া খাতুন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "ভারত বিরোধিতা করলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করবে। সেক্ষেত্রে আপত্তির নথিপত্র দেখাতে হবে, হিয়ারিং হবে। তারপর আমরা দুই পক্ষের ডকুমেন্টস দেখে সিদ্ধান্ত দেব।" প্রায় একই কথা জানিয়েছেন সিনিয়র শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানাও। তবে তিনি বলেন যে, ভারত বিরোধিতা করলে বাংলাদেশের সামনে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির বাইরে অন্য কোনও পথ খোলা নেই আপাতত।

ভারত বিরোধিতা করলে বাংলাদেশ ডব্লিউআইপিও-তে যাবে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, "ঐ বিতর্কে আমরা যাবই না। এখন আমরা প্রাথমিক স্বীকৃতি দিয়েছি। দুই মাস পরে আমরা সার্টিফিকেশন দিব। লিগ্যাল প্রসিডিওর বলতে আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাইল্যাটারাল নেগোসিয়েশনে যাব।" কারণ হিসেবে তিনি বলেন, "মাদ্রিদ প্রটোকলে আমরা এখনও স্বাক্ষর করিনি। এই কারণে আমাদের একমাত্র সমাধানের উপায় হলো বাই ল্যাটারাল। তারপরেও না হলে ডব্লিউআইপিও-তে যাব।" তবে তিনি গত আটই ফেব্রুয়ারি বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, "ভারত যদি আমার জিআই-কে হ্যাম্পার করে, তখন আমরা ইন্টার্ন্যাশনাল ডিসপিউট সেটেলমেন্টে যাব। মানে, তখন আমাদেরকে ডব্লিউআইপিও,র মাধ্যমে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট করতে হবে।" মিজ জাকিয়া আরও জানান, বর্তমানে বাংলাদেশের ট্রেডমার্কস অ্যাক্ট সংশোধন করা হচ্ছে। "তবে ইন্ডিয়া যদি অভিযোগ করে, তবে তারা ডব্লিউটিও-তে করবে। আমাদের কাছে করবে না। তাই, এই বিষয়টা যদি ইন্টার্ন্যাশনাল হয়, তখন আমরাও ডব্লিউটিও-তে যাব।" একই কথা জানালেন সিনিয়র শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানাও। তিনি বলেন, "ভারত যদি আমার জিআই-কে হ্যাম্পার করে, তখন আমরা ইন্টার্ন্যাশনাল ডিসপিউট সেটেলমেন্টে যাব। মানে, তখন আমাদেরকে ডব্লিউটিও,র মাধ্যমে ডিসপিউট সেটেলমেন্ট করতে হবে।" অর্থাৎ, ডব্লিউআইপিও'র বিধিমালা মেনে একটা দেশ নিজেই তাদের নির্দিষ্ট কোনও পণ্যকে জি আই সনদ দেয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ডব্লিউআইপিও'র নিয়ম মেনে বাংলাদেশের ডিপিডিটি জিআই স্বীকৃতি ও সনদ দিয়ে থাকে।

তবে অন্য কোনও দেশ যদি সেই পণ্যের বিরোধিতা জানিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বা ডব্লিউটিও,র কাছে অভিযোগ করে, তখন সেখানে ডব্লিউটিও,র হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। ডব্লিউআইপিও'র বিধিমালা মেনে একটা দেশ নিজেই তাদের নির্দিষ্ট কোনও পণ্যকে জিআই সনদ দিতে পারলেও ঐ একই পণ্যকে যখন অন্য কোনও দেশ নিজেদের বলে দাবি করে, তখন সমস্যা তৈরি হয়। এমনটাই ঘটেছে টাঙ্গাইল শাড়ি ও সুন্দরবনের মধুর ক্ষেত্রে। বাংলাদেশ এর আগে ২১টি পণ্যকে জিআই সনদ দিয়েছে। কিন্তু কখনও তাকে এমন অবস্থার মাঝে পড়তে হয়নি। অবশ্য, এর আগে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো। ২০১৭ সালে রাজশাহীর ফল গবেষণা কেন্দ্র ফজলি আমের জিআই সনদের জন্য আবেদন করে। কিন্তু সেখানে অভিযোগ জানিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন বলে, ফজলি আম তাদের পণ্য। ডিপিডিটি পরিচালক আলেয়া খাতুন বলেন, "তখন আমরা দুই পক্ষের

বক্তব্য, ডকুমেন্ট, মাটি ইত্যাদি পরীক্ষা করলাম। তারপর সেগুলোর ফলাফল দেখে নাম দিলাম রাজশাহী-চাঁপাই ফজলি আম।"

জিআই স্বীকৃতি নিয়ে দু'টো দেশের দ্বন্দ্বের উদাহরণ দিতে হলে বাসমতি চাল নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের লড়াইয়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের জিআই আইন অনেক পুরনো। ১৯৯৯ সালে ভৌগোলিক নিদর্শন জিনিসপত্র (নিবন্ধকরণ এবং সুরক্ষা) আইন প্রণয়ন করে দেশটি। সেখানে পাকিস্তানে জিআই আইন করা হয়েছে ২০২০ সালে। ভারত তাদের আইন অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাসমতি চালকে 'বাসমতি' নামে জিআই পণ্য হিসেবে সনদ দেয়। যদিও এর জন্য আবেদন করা হয়েছিল ২০০৮ সালে। এই চাল তাদের ১৪৫তম জিআই পণ্য। এদিকে, পাকিস্তানের 'ইন্টেলেকচুয়াল প্রোপার্টি অর্গানাইজেশন অব পাকিস্তান' নামক ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ভারতের সনদ দেওয়ার পাঁচ বছর পর ২০২১ সালে পাকিস্তানও এটিকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। এটিই পাকিস্তানের প্রথম জিআই পণ্য। এই খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দুই দেশে একটি সম-নামীয় পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেতে পারে। ডব্লিউআইপিও আইন অনুযায়ী, এগুলো তখন 'ক্রস বর্ডার জিআই' হিসেবে পরিচিতি পায়। টাঙ্গাইল শাড়ির জিআই স্বীকৃতিতে ভারত এর নাম উল্লেখ করেছে 'টাঙ্গাইল শাড়ি অব বেঙ্গল'। বাংলাদেশের এই খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ভারত আইনত 'টাঙ্গাইল' নামটা ব্যবহার করতে পারে না।

বাংলাদেশের ডিপিডিটি'র পরিচালক মিজ আলেয়া বলেন, "ভারতে টাঙ্গাইল নেই, আমাদের টাঙ্গাইল আছে। তাদের শাড়িটার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই বলেছে যে বাংলাদেশের তাঁতিরা সেখানে গিয়ে শাড়ি বানায়। আর, তারা একটা হাইব্রিড শাড়িকে টাঙ্গাইল শাড়ি হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু হাইব্রিড কখনও জিআই হতে পারে না। জিআই হতে হলে একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে এটা উৎপাদিত হতে হবে। তার একটা ঐতিহাসিক পটভূমি থাকতে হবে। টাঙ্গাইল শাড়ির ঐতিহ্য আমাদের টাঙ্গাইল জেলাতেই আছে,„ যোগ করেন তিনি। মি. ভট্টাচার্যও বলেন যে টাঙ্গাইল শাড়ি কখনই ভারতের জিআই পণ্য হতে পারে না। "কোনও পণ্যের জিআই স্বীকৃতির জন্য তার ভৌগোলিক উৎস, মান এবং সুরক্ষার বিষয় জড়িত। আবেদনপত্রে বলেছে, টাঙ্গাইল শাড়ি যারা উৎপাদন করতেন, তারা হিন্দু ছিলেন এবং তারা অনেকেই দেশ ভাগের সময় পশ্চিমবঙ্গ চলে গেছেন। কিন্তু তাঁতির বৈশিষ্ট্য পেশাভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক না। আর তাঁতিরা ভারতে যাওয়ায় এই শাড়ির ভৌগোলিক পরিচয় তো তাতে পাল্টে যেতে পারে না। এই শাড়িকে জিআই করতে গিয়ে ভারত তথ্যের অপব্যবহার করেছে। তারা বক্তব্য বিভ্রান্তিকর, অসত্য ও অর্ধ সত্য। তাই এই আবেদনও বিবেচনা করার বিষয়," যোগ করেন এই অর্থনীতিবিদ। তবে টাঙ্গাইল শাড়ির ক্ষেত্রে ভারত এমন দাবি করতে না পারলেও সুন্দরবনের ক্ষেত্রে পারে উল্লেখ করে মিজ আলেয়া বলেন, "কিছু কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন, সুন্দরবন। তাদের সুন্দরবন আছে, আমাদেরও আছে। তাদের মনিপুরী শাড়ি আছে, আমাদেরও আছে। তাদেরটা তাদের, আমাদেরটা আমাদের।„

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মিজ জাকিয়া বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যার যার টেরিটরি অনুযায়ী, সে জিআই দিতে পারে। ভারত তার টেরিটরিতে দিয়েছে। আমরা আমাদেরটা দিব...সুন্দরবনের মধুর ক্ষেত্রে আমরা বলব বাংলাদেশের সুন্দরবনের মধু, তারা বলবে ভারতের সুন্দরবনের মধু। এখানে কোনও সমস্যা নেই।" মি. ভট্টাচার্যও তার বক্তব্যতে তুলে ধরেন যে, ভারত যেমন টাঙ্গাইল শাড়িকে বাংলার শাড়ি বলতে পারে না, তেমনকি তাদের সুন্দরবনের মধুকেও শুধুমাত্র 'সুন্দরবনের মধু' বলতে পারে না। কারণ এতে সমগ্র বাংলা বা সুন্দরবনকে বোঝায়, যা বিভ্রান্তিকর। উল্লেখ্য, এবছর টাঙ্গাইল শাড়ির পাশাপাশি সুন্দরবনের মধুকেও জিআই সনদ দিয়েছে ভারত। যদিও সুন্দরবনের ৬০ শতাংশ পড়েছে বাংলাদেশের ভেতরে। কোনো পণ্য কেনার সময় ক্রেতাদের নানা দিক ভাবতে হলেও জিআই পণ্য কেনার সময় তাদেরকে পণ্যের মান নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। কারণ জিআই পণ্যকে মানসম্পন্ন বলে ধরে নেয়া হয়। ভৌগোলিক গুণ, মান ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় ক্রেতারা পণ্যটির ওপর আস্থা রাখতে পারেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তাদের কৃষিপণ্য, প্রকৃতি থেকে আহরিত সম্পদ ও কুটির শিল্পকে এই সনদ দেয়। কারণ একটা পণ্য যখন জিআই স্বীকৃতি পায়, তখন সেটিকে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ডিং করা সহজ হয়। শুধু তাই নয়, সনদ প্রাপ্তির পর ওই অঞ্চল বাণিজ্যিকভাবে পণ্যটি উৎপাদন করার বিশেষ অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা পায়। অন্য কোনও দেশ বা অন্য কেউ তখন আর সেই পণ্যের মালিকানা বা স্বত্ব দাবি করতে পারে না। টাঙ্গাইল শাড়ি যদি পাকাপাকিভাবে জিআই সনদ পেয়ে যায়, তখন ডিপিডিটি একে একটি জিআই ট্যাগ দিবে। যারা এই শাড়ির আসল উৎপাদনকারী, তারা দেশে-বিদেশে সব জায়গায় ঐ ট্যাগটি ব্যবহার করতে পারবেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

`বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তার অবনতি উদ্বেগজনক, : এমএসএফ

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতিকে 'উদ্বেগজনক' বলে মন্তব্য করেছে মেডিসিন্স স্যান্স ফ্রন্টিয়ার্স বা ডক্টরস উইদাউট বর্ডার্স (এমএসএফ)। শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বৃদ্ধির বিষয়ে এক বিবৃতি দিয়েছেন এমএসএফ বাংলাদেশের হেড অফ মিশন অ্যান্তোনিনো

কারাডোনা। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "যাদের চিকিৎসা প্রয়োজন তাদের সেবা দেয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমএসএফ।„ এমএসএফ আরো বলেছে, এই অবনতি কেবল সীমান্তে বসবাসকারীদের সরাসরি প্রভাবিত করে না। বরং অতীতের সহিংসতা থেকে পালিয়ে আসা বাংলাদেশের আশ্রয় শিবিরের বাসিন্দাদের মানসিক স্বাস্থ্যেরও অবনতি ঘটাতে পারে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে, সাধারণ চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও সহিংসতা সম্পর্কিত আঘাতপ্রাপ্ত আরো বেশি লোককে চিকিৎসা দিতে হচ্ছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। এতে বলা হয়, রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ক্যাম্পে জীবনযাপনের সঙ্গে সম্পৃক্ত দৈনন্দিন চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি, সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের চিকিৎসা সেবায় প্রাধান্য দেয় এমএসএফ। প্রয়োজন অনুযায়ী এর পরিধি আরো বাড়ানোর জন্য প্রস্তুত রয়েছে এমএসএফ; বলেন হেড অফ মিশন অ্যান্তোনিনো কারাডোনা। কক্সবাজারের ১০টি স্থাপনায় এমএসএফ টিমগুলো ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের বিশাল স্বাস্থ্য চাহিদা মেটাতে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যক রোগীর জন্য বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে আসছে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে রয়েছে; সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা, দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসা, মনোসামাজিক সহায়তা ও নারীদের স্বাস্থ্যসেবা। এমএসএফ হলো রাষ্ট্রহীন রোহিঙ্গাদের চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তার অন্যতম প্রধান সরবরাহকারী সংস্থা। এদের মধ্যে প্রায় ১০ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরে বাস করে। এমএসএফের মতে, প্রাথমিক জরুরি অবস্থার কয়েক বছর পার হয়ে গেছে; তারপরও মানুষ এখনও একই জনাকীর্ণ এবং প্রধানত বাঁশের আশ্রয়কেন্দ্রে বাস করছে। এরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল এবং ভবিষ্যতের জন্য খুব সামান্য আশা রয়েছে তাদের।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

`আওয়ামী লীগকে ৭ জানুয়ারির নির্বাচনের খেসারত দিতে হবে, : জয়নুল আবদিন ফারুক

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক বলেছেন, গত ৭ জানুয়ারি একতরফাভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য আওয়ামী লীগকে খেসারত দিতে হবে। শনিবার (১০ ফেব্রয়ারি) এক মানববন্ধনে তিনি একথা জানান। এ সময় তিনি বিএনপিকে অবমূল্যায়ন না করতে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বিএনপি যেকোনো সময় রাজপথে ফিরে আসতে পারে। কারণ দেশের জনগণের মধ্যে বিএনপির ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। ফারুক বলেন, "ওবায়দুল কাদের সাহেব, আপনি কীভাবে বলেন যে, ৭ জানুয়ারির নির্বাচনে না আসার জন্য বিএনপিকে অনেক খেসারত দিতে হবে? উল্টো আমি বলতে চাই, এর মূল্য আপনাদের দিতে হবে।„ "গণতন্ত্র ধ্বংস করে আপনারা বাংলাদেশের ইতিহাসে যে কলঙ্ক লেপন করেছেন তার দায়ভার আপনাদের নিতে হবে। সুতরাং, আপনাদের এর জন্য খেসারত দিতে হবে;„ যোগ করেন জয়নুল আবদিন ফারুক। সাবেক বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ফারুক বলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ক্রমবর্ধমান উর্ধ্বগতির মধ্যে সীমান্তে অব্যাহত গোলাগুলি চলছে এবং জনগণের সমর্থন ছাড়াই আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় থাকায় দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে যাচ্ছে।

এর আগে, গত ৩১ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছিলেন, বিএনপির রাজনীতির ভিত্তি ৩টি। সেগুলো হলো; সন্ত্রাস-খুন, জালিয়াতি, বিদেশে অপপ্রচার। ড. হাছান বলেন, ২০১৩, ১৪, ১৫ সালে বিএনপি যেভাবে আগুনসন্ত্রাস চালিয়েছে, সেইভাবে ২৮ অক্টোবর সমাবেশের নামে একজন পুলিশ সদস্যকে হত্যা করেছে। আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্সসহ হাসপাতালের ১৯টি গাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা করেছে যা দেশের ইতিহাসে ঘটেনি। নির্বাচনে নিশ্চিত ভরাডুবি হবে বুঝেই বিএনপি অংশ নেয়নি এবং নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অনেক চেষ্টা করেছে বলে উল্লেখ করেন হাছান মাহমুদ।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশে অস্ত্র নিয়ে অনুপ্রবেশকারী ২৩ রোহিঙ্গার বিরুদ্ধে বিজিবির মামলা, রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ

মিয়ানমার থেকে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করা ২৩ রোহিঙ্গা নাগরিককে আদালতে হাজির করার পর, প্রত্যেকের ১০ দিন করে রিমান্ড চেয়েছে পুলিশ। এই রোহিঙ্গাদের শনিবার (১০ ফেব্রয়ারি) আদালতে হাজির করা হয়। সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত আদালত এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত জানায়নি। পরে আদালত পুলিশের আবেদন গ্রহণ করে এবং এ বিষয়ে শুনানির জন্য রবিবার (১১ ফেব্রয়ারি) তারিখ নির্ধারণ করে। উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ শামীম হোসেন বলেন, অনুপ্রবেশকারী ২৩ জনকে পুলিশে সোপর্দ করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এরপর, শুক্রবার (৯ ফেব্রয়ারি) দুপুরে বিজিবি বাদী হয়ে কক্সবাজারের উখিয়া থানায় মামলা করে। অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে ১২টি অস্ত্র, ৮৬৮ রাউন্ড গুলি এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে বলে জানান শামীম হোসেন। অনুপ্রবেশকারী রোহিঙ্গাদের আদালতে পাঠানোর আগে শামীম হোসেন বলেছিলেন, রোহিঙ্গারা অস্ত্র-সহ কী কারণে বাংলাদেশে প্রবেশ করছে, তা জানতে এবং অধিকতর তদন্তের জন্য আদালতের কাছে ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করা হবে। পরে, শনিবার দুপুরে উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. শামীম হোসেন জানান, অধিকতর তদন্তের স্বার্থে আটক ২৩ জনকে আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিন করে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে।

কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. মাহাফুজুল ইসলাম জানান, অস্ত্রসহ আটক ২৩ জন রোহিঙ্গাকে আদালতে সোপর্দ করে ১০ দিন করে রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। তারা কেন অস্ত্রসহ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তা খতিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি, ক্যাম্পে তাদের কী ধরনের কার্যক্রম রয়েছে, সে বিষয়ে খোঁজ নেয়া হবে। পুলিশ সুপার মো. মাহাফুজুল ইসলাম আরো জানান, শুক্রবার দুপুরে উখিয়া থানায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে অনুপ্রবেশকারীদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। তাদের ১২টি অস্ত্রও পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ২৩ জন মিয়ানমারের বাস্তুচ্যুত নাগরিক। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

`বিজ্ঞানে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে নীতি প্রণয়ন জরুরি, : শেখ হাসিনা

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে, প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বৃহস্পতিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) নিউইয়র্কে, জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত বিজ্ঞান সমাবেশে নবম আন্তর্জাতিক নারী ও কন্যা দিবসের অনুষ্ঠানে এক ভিডিও বিবৃতিতে এ কথা বলেন শেখ হাসিনা। "ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ বাড়ানো প্রয়োজন;„ যোগ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, নারীরা যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে তাদের ক্যারিয়ার বেছে নেয়, সেজন্য অবশ্যই সঠিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে নারীদের নেতৃত্বে আসা উচিত বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি আরো বলেন, "আমি ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রণোদনার মাধ্যমে তাদের এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।„ শেখ হাসিনা বলেন, তার সরকার ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সারাদেশে হাজার হাজার নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন করছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জানান যে, ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে নারীদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দেখে তিনি আনন্দিত। তরুণীদের আইটি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, "প্রতিবন্ধী তরুণদের ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের জীবন পরিবর্তনের সুযোগ করে দিয়েছি।„ তিনি আরো জানান, ভবিষ্যতের জন্য নারীদের প্রস্তুত করতে, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ করছে সরকার। "আমরা সব উচ্চ বিদ্যালয়ের স্নাতকদের জন্য বিজ্ঞান ও আইসিটি বিষয়ে শিক্ষা নেয়া বাধ্যতামূলক করেছি;„ শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন। বলেন, অতীতে উচ্চশিক্ষায়, বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষায়, মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল না। সমন্বিত প্রচেষ্টায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে বলে জানান শেখ হাসিনা। তিনি আরো জানান যে, বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ৪০ শতাংশ নারী; আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই হার ৩০ শতাংশ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ের অনুদানগুলোতে নারীরা যাতে অগ্রাধিকার পান, তা আমরা নিশ্চিত করি। স্মার্ট বাংলাদেশ-এর ভিশন অনুধাবনের জন্য আমাদের তরুণ মেয়েদের প্রস্তুত হতে হবে।„ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের শিক্ষার প্রতি সবসময় নিবেদিত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন শেখ হাসিনা। জাতিসংঘের তথ্য মতে, সারা বিশ্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিতের শাখার সব স্তরে বছরের পর বছর ধরে লিঙ্গ বৈষম্য বিরাজ করছে। উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণে নারীরা অভূতপূর্ব অগ্রগতি দেখালেও, এই ক্ষেত্রগুলোতে এখনো তাদের প্রতিনিধিত্ব পর্যাপ্ত নয়। বলা হয়ে থাকে, লিঙ্গ সমতা সবসময় জাতিসংঘের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লিঙ্গ সমতা এবং নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন শুধু বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নয়নেই নয়, টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডা-এর সমস্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। গত ২০১১ সালের ১৪ মার্চ জাতিসংঘের ৫৫তম অধিবেশনে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীদের প্রবেশাধিকার এবং অংশগ্রহণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন গ্রহণ করে নারীর অবস্থাবিষয়ক কমিশন। এছাড়া, এই ক্ষেত্রগুলোতে নারীদের কর্মসংস্থান ও উপযুক্ত কাজের জায়গায় সমান সুযোগের বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছায়। পরে, ২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন বিষয়ে সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে, সব বয়সের নারী ও মেয়েদের জন্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে পূর্ণ ও সমান প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার সমতা, নারী ক্ষমতায়নের জন্য অপরিহার্য বলে সকলে সম্মত হয়। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে গোলাগুলির শব্দ, টেকনাফে আতঙ্ক

বাংলাদেশ সংলগ্ন মিয়ানমার ভূখণ্ড থেকে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ইউনিয়নের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, শুক্রবার (৯ ফেব্রয়ারি) রাতে ও শনিবার (১০ ফেব্রয়ারি) সকালে ব্যাপক গোলাগুলির শব্দ পাওয়া গেছে। এলাকাটিতে মিয়ানমার নিরাপত্তা বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে এখনো সংঘর্ষ চলছে বলে জানান তারা। হোয়াইক্যং ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নুর আহমদ আনোয়ারী বলেন, "শুক্রবার রাতে সীমান্তের ওপারে প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শোনা গেছে। শনিবার সকাল থেকে গোলাগুলির মাত্রা বাড়তে থাকে।„ তিনি আরো বলেন, স্থানীয় বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাচ্ছেন। মাছ চাষীরা তাদের ঘেরে যেতে পারছে না বলেও জানান চেয়ারম্যান নুর আহমদ আনোয়ারী। ঘুমধুম ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আজিজ জানান,

শনিবার দুপুর ১২টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে একটি মর্টার শেল এসে পড়েছে। তিনি বলেন, "গত দুই দিন সীমান্ত শান্ত থাকলেও, শনিবার থেকে ফের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে।„ বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ও তুমব্রু সীমান্তে দুই সপ্তাহ ধরে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে সামরিক জান্তার সশস্ত্র বাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ ও গোলাগুলি চলছে। এমন পরিস্থিতে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার একটি ধানক্ষেত থেকে শনিবার রকেটচালিত গ্রেনেড (আরপিজি) উদ্ধার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তুমব্রু পশ্চিম কুল বিজিবি ক্যাম্পের কাছে, ধান ক্ষেতে কাজ করার সময় তারা আরপিজিটি দেখতে পান। পরে তারা প্রশাসনকে জানান। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান জানান, খবর পেয়ে বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আরপিজিটি হেফাজতে নেয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ, মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের (বিজিপি) সদস্যরা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের সময় আরপিজি ফেলে চলে যেতে পারে। এর আগে, গত ৫ ফেব্রুয়ারি বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুম ইউনিয়নের জলপায়তলী গ্রামের একটি বাড়ির রান্নাঘরে মিয়ানমারের দিক থেকে আসা মর্টার শেল আঘাত করে। এতে এক বাংলাদেশি নারী ও এক রোহিঙ্গা পুরুষ নিহত হয়েছেন। সংঘাতের মধ্যে, বুধবার (৭ ফেব্রয়ারি) দুপুর পর্যন্ত মিয়ানমারের তিন শতাধিক সেনা ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

আসন্ন উপজেলা নির্বাচন সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, জানালেন শেখ হাসিনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি যদি গত মাসে (৭ জানুয়ারি) স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে তার দলের সদস্যদের নির্বাচনে অংশ নিতে না দিতেন, তাহলে দেশের গণতন্ত্র হরণ করা হতো। আসন্ন উপজেলা নির্বাচনও সকল সদস্যের জন্য উন্মুক্ত থাকবে বলে জানান আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার (১০ ফেব্রুয়ারি) গণভবনে আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় সূচনা বক্তব্যে একথা বলেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, "আওয়ামী লীগের সকলের জন্য নির্বাচন উন্মুক্ত না হলে, শুধু নির্বাচনই কলঙ্কিত হতো না, দেশের গণতন্ত্রও ছিনতাই হয়ে যেতো। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা ধরে রাখতে এ নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ছিলো বলে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। তিনি বলেন, "নির্বাচনের আগে আমরা যে নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেছিলাম, তা ভুলে গেলে চলবে না, এই অর্জন ধরে রাখতে হবে।„ "প্রতি বছর বাজেট প্রণয়নের সময় আমরা নির্বাচনি ইশতেহার অনুসরণ করি;„ শেখ হাসিনা যোগ করেন। তিনি জানান, তার দল আসন্ন উপজেলা নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করতে, দলের সব সদস্যের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, গত ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকাকালীন, সাধারণ মানুষের জন্য কতটুকু কাজ করা হয়েছে; এর মধ্যে, কারা করতে পেরেছেন বা পারেননি, তাও খতিয়ে দেখা হবে। "এর মাধ্যমে আমরা দেখব জনগণ কাকে গ্রহণ করে;„ বলেন শেখ হাসিনা। আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে যেকোনো ধরনের সংঘাতের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি। বলেন, "আমরা কোনো ধরনের সংঘাত চাই না। এর জন্য দায়ী যেই হোক না কেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।„ উল্লেখ্য, চলতি বছরের ৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ৩০০ আসনের ২২৩ টিতে জয়লাভ করেছে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা। এই ফলের মধ্য দিয়ে, দুই তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টানা চতুর্থবার সরকার গঠন করেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে অংশ নেয় ২৮টি দল। এর মধ্যে, ২৪টি দল থেকে একজনও জয়লাভ করেনি। আর, হেরে যাওয়া প্রার্থীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকি সবাই জামানত হারিয়েছেন। এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টির ১১ জন এবং জাসদ, ওয়ার্কার্স পার্টি ও কল্যাণ পার্টি থেকে ১ জন করে জিতেছেন। এদের মধ্যে, জাতীয় পার্টির ১১জনই জয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে; যেসব আসন থেকে আওয়ামী লীগ তাদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, সেসব নির্বাচনি এলাকায়। জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন নৌকা নিয়ে লড়ে, আর কল্যাণ পার্টিও তার আসনটি জিতেছে আওয়ামী লীগের সমর্থন নিয়ে। বিজয়ী ৬২ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীর মধ্যে ৫৮ জনই বিভিন্ন স্তরের আওয়ামী লীগ নেতা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

রেডিও তেহরান

একমাত্র আওয়ামী লীগই জনগণের সংগঠন, গণভবনে বর্ধিত সভায় প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশে নানা ষড়যন্ত্র হলেও সাম্প্রতিক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি একমাত্র আওয়ামী লীগকেই জনগণের সংগঠন বলে দাবি করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ঢাকা থেকে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি :

জনগণই আওয়ামী লীগের শক্তি, বাংলাদেশে একমাত্র আওয়ামী লীগই জনগণের সংগঠন। এমন মন্তব্য করে তৃণমূলের নেতাকর্মীদেরকে সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশের মানুষের উন্নয়নে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন। বক্তৃতায়, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আবারও আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ায় দেশের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন

প্রধানমন্ত্রী (স্বকণ্ঠে): ভোটার আসবে, ভোট দেবে, যাকে ইচ্ছা তাকে দেবে। যাকে খুশি তাকে দেবে, সেই অধিকারটুকু জনগণ পায় এবং সেইভাবেই নির্বাচন করেছি বলে আজকে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারছে না। মুখে অনেকেই বলে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারছে না। এই কথাটা আমাদের সকল নেতাকর্মীদের মাথায় রাখতে হবে। তিনি বলেন, নানা ষড়যন্ত্র হলেও নির্বাচনকে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। সরকারের ওপর জনগণের আস্থার প্রতিফলন ঘটাতে হবে, কোথাও যাতে দুর্নীতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, জাতির পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে এ দেশের মানুষ অস্ত্র তুলে নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। জাতির পিতাকে হত্যা করার পর ২১ বছর ক্ষমতা জনগণের হাতে ছিল না। ক্ষমতা বন্দি ছিল ক্যান্টনমেন্টে। জনগণের কোনো অধিকার তখন ছিল না। আওয়ামী লীগ ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। আওয়ামী লীগ সভাপতি আরো বলেন, এখন তৃণমূল নেতাকর্মীদের সকল ভেদাভেদ ভুলে দেশের উন্নয়নে একযোগে অবশ্যই জনগণের জন্য কাজ করতে হবে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১০.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

ছুটির দিনে বাণিজ্য মেলায় উপচেপড়া ভিড়; বেচাকেনা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ক্রেতার আনাগোনা বাড়তে থাকায় সামনের দিনগুলোতে কেনাবেচা আরো বাড়বে বলে আশা করছেন বিক্রেতারা। এ সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন আমাদের বিশেষ সংবাদদাতা :

জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে যেন আরও বেশি মুখর হয়ে উঠছে মেলা প্রাঙ্গণ। ক্রেতার আনাগোনা বাড়তে থাকায় সামনের দিনগুলোতে কেনাবেচা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিক্রেতারা। সময় গড়িয়ে শেষের দিকে ক্রেতা আকৃষ্ট করতে লাভের অংশ কমিয়ে বিক্রেতারা মনোযোগ দিচ্ছেন মূল্য ছাড়ে। বরাবরের মতো এবারও মেলায় ব্যবস্থা রয়েছে গৃহস্থলির পণ্য, হোমটেক্স, কসমেটিকস, খাবারসহ বিনোদনের ব্যবস্থা। জনৈক ব্যক্তি (এক) (স্বকণ্ঠে) : অনেক ভালো লাগলো, অনেক সুন্দর হইছে, খুব ভালো লাগছে ঘুরে, পরিবেশ অনেক সুন্দর। জনৈক ব্যক্তি (দুই) (স্বকণ্ঠে) : অনেক সুন্দর জায়গার মধ্যে, আগে ছিল আগারগাঁও। আগের চেয়ে এটা অনেক সুন্দর জায়গা। জনৈক (ব্যক্তি) (তিন) (স্বকণ্ঠে) : বন্ধুরা-সহ ঘুরলাম, আমার বন্ধুরা কিছু শাল কিনল। আবারও আসা হবে পরিবার-সহ। শেষ সময়ে এসে এখন পছন্দ হলেই দরদাম করে কেনাকাটা করছেন ক্রেতারা। বড় কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যপ্রদর্শনীতে সন্তুষ্ট থাকলেও হতাশায় দিন কাটাচ্ছেন ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা। এবারের মেলায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি আরও রয়েছে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর 'সেনা পণ্য', প্রতিবন্ধীদের তৈরি 'মৈত্রী পণ্য' বাংলাদেশ কারুশিল্প পরিচালিত 'হস্ত ও কারু শিল্প পণ্য'-সহ দেশীয় পণ্যের বাহারী পসরা।

বাণিজ্যমেলায় পণ্যের তুলনামুলক দাম বেশি বলছেন ক্রেতারা। জনৈক (ব্যক্তি) (এক) (স্বকণ্ঠে) : ছুটির দিন তো বাসায় থাকব। এখন শপিং করার জন্য মেলায় তো বেস্ট। মার্কেটে না গিয়ে মেলায় ভালো এজন্য মেলাতে আসা। জনৈক (ব্যক্তি) (দুই) (সকণ্ঠে) : আসলে আমি ফিক্সড কোনো কিছু ঠিক করে আসিনি যে, এটা কিনব, এটা কিনব; কিন্তু যেটা ভালো লাগবে সেটাই কিনব। তাই মেলার শেষের দিনগুলোতে মূল্য ছাড়ের অপেক্ষায় অনেকেই। তবে শেষদিকে মেলায় বেচাকেনা আরও বাড়বে বলে আশা বাণিজ্য মেলার প্রবেশ টিকেট-এর ঠিকাদার সালাউদ্দিন ভূইয়া। মেলায় কেনাকাটার পাশাপাশি পরিবার স্বজন নিয়ে বেড়াতে আসছেন রাজধানী ও আশপাশের বাসিন্দারাই সবচেয়ে এগিয়ে। জনৈক (ব্যক্তি) (এক) (স্বকণ্ঠে) : আমরা পরিবারের সবাই একসাথে এসেছি। ছুটির দিন কারণ অন্য দিন তো সবার স্কুল-কলেজ খোলা থাকে। জনৈক (ব্যক্তি) (দুই) (স্বকণ্ঠে) : আমি পুতুল দেখছি, ব্যাগ দেখছি, ঘড়ি দেখছি। জনৈক(ব্যক্তি) (তিন) (স্বকণ্ঠে) : এটা বিনোদনের একটা জায়গা। অন্য সময় তো ঘুরতে পারি না, মেলাতে আসলে সবার সাথে দেখা হয়। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যও রয়েছে অস্থায়ী পার্ক, রয়েছে বিভিন্ন রাইডের ব্যাবস্থাও। এমন অবসর সময়ে ছোটদের পাশাপাশি পরিবারের বাকি স্বজনরাও মেতে উঠেছেন আনন্দে।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ঘ. ১০.০২.২০২৪, বাদশা রহমান, এলিনা)

এনএইচকে

টোকিওর বৈঠকের আগে ইউক্রেনের জন্য সহায়তা পদক্ষেপের প্রস্তুতি জাপানের

চলতি মাসের পরের ভাগে অনুষ্ঠিতব্য টোকিও সম্মেলনে, ইউক্রেনের পুনর্গঠনে সহায়তা করার জন্য বিস্তৃত পরিসরের ব্যবস্থা উপস্থাপনের পরিকল্পনা করছে জাপান সরকার। আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এগিয়ে নেয়া সংক্রান্ত জাপান-ইউক্রেন সম্মেলনে জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা ফুমিও, ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ডেনিস শ্যামিহাল এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তারা যোগ দেবেন। কিছু জাপানি ও ইউক্রেনীয় কোম্পানির প্রতিনিধিরাও এতে যোগ দেবেন বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বৈঠকে, সরকার যে পদক্ষেপগুলো উপস্থাপনের পরিকল্পনা করছে, তার মধ্যে স্থলমাইন অপসারণ এবং ধ্বংসাবশেষ সরিয়ে নেয়ার মতো পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টায় সহায়তার বিষয়টি রয়েছে। অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে, কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, এটি ইউক্রেনের প্রধান

শিল্প। এর পাশাপাশি, ইউক্রেনের ডিজিটাল ব্যবসা, বিদ্যুৎ ও পরিবহন অবকাঠামো সম্প্রসারণে সহায়তা করার পরিকল্পনাও করেছেন কর্মকর্তারা। দুই দেশের মধ্যকার কর চুক্তিও পর্যালোচনায় রয়েছে, কারণ এই ধরনের সহায়তা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে প্রয়োজনীয় হিসাবে দেখা হয়।
(এনএইচকে ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ এলিনা)

ডয়চে ভেলে

ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা বেপরোয়া কেন?

ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে মাঝেমধ্যেই রোগীর স্বজনদের মারধর বা লাঞ্ছিত করার অভিযোগ পাওয়া যায়। কেন তাদের এই আচরণ? বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বলছেন, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলোতে বহির্বিভাগে ও জরুরি বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। এসব হাসপাতালে রোগীর চাপ এত বেশি থাকে যে, তারা মাঝে মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। যদিও এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। কোনো চিকিৎসক রোগীর স্বজনের গায়ে হাত তুলতে পারেন না। কেউ এমনটা করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বশেষ রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে একজন রোগীর ছেলেকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। এই ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। পাশাপাশি অভিযুক্ত দুই ইন্টার্ন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। শুধু রাজশাহী নয়, এর আগে বগুড়া, বরিশাল, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রাজশাহীতে দুই ইন্টার্ন চিকিৎসককে সাময়িক বরখাস্ত করা হলেও এর আগের কোনো ঘটনায় ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা শোনা যায়নি। রাজশাহী শহরের বোসপাড়ার বাসিন্দা ও স্থানীয় মোবাইল যন্ত্রাংশের মিস্ত্রী সুমন পারভেজ রিপন তার মা পিয়ার বেগমকে (৬০) শ্বাসকষ্টের কারণে গত ২ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির ৫ দিন পরও চিকিৎসকেরা বলছিলেন না তার মায়ের কী হয়েছে। প্রতিদিন কিছু কিছু করে টেস্ট দেওয়া হয়, রিপোর্ট দেখার পরও চিকিৎসকরা কিছু বলেন না। ৭ ফেব্রুয়ারি সকালে চিকিৎসকরা রাউন্ডে আসলে রিপন তাদের কাছে জানতে চান তার মায়ের কী হয়েছে? তখন তাকে কিছু বলেননি চিকিৎসকরা। এ সময় তার মা চিকিৎসকদের কাছে তার অসুখের কথা জানতে চান। বরং তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিকিৎসকেরা নিজেদের মধ্যে পড়াশোনার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে রিপন বিরক্ত হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে থাকেন। সুমন পারভেজ রিপন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "আমার প্রশ্নের কারণে তারা আমাকে অশিক্ষিত বলে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যান। তখন মায়ের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমি মাকে নেবুলাইজার দেওয়ার উদ্যোগ নিই। এর মধ্যে একজন ইন্টার্ন চিকিৎসক এসে আমাকে বলেন, আপনি তো মায়ের কী হয়েছে জানতে চান? আমাদের রুমে আসেন। আমি রুমে ঢুকতেই দেখি ১৫-২০ জন অপেক্ষা করছে। এর মধ্যে একজন আনসারও আছে। একজন রুমের ছিটকানি বন্ধ করে দেয়। এরপর তারা আমাকে নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে। আধা ঘণ্টা ধরে তারা আমাকে পেটায়। এ সময় একজন আমাকে বলেন, বাইরে যদি এই ঘটনা বলি তাহলে তারা ইঞ্জেকশন দিয়ে আমার মাকে মেরে ফেলবে। বাইরে বের হয়ে যেন আমি সোজা হয়ে হাঁটি। পেটানোর এক পর্যায়ে আমি পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে ভিডিও চালু করে দেই। প্রথম দুই মিনিট ভিডিও দেখা গেলেও পরে আর দেখা যায়নি কারণে মোবাইল তখন ভিডিও চালু করা অবস্থায় পকেটে মধ্যে রেখে দেই।„

শুক্রবার বিকেলে ডয়চে ভেলের সঙ্গে আলাপকালে মি. রিপন বলেন, "আমি এখন একটা ফেসবুক পোস্ট লিখছি, কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট করব। আমি বা আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য ওই চিকিৎসকরা দায়ী থাকবেন। ওই ঘটনার পর আমার মাকে হাসপাতাল থেকে বাসায় এনে ফেলে রেখেছি। অথচ এখনও তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। আমি নিজেও চিকিৎসা নিতে কয়েকটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কেউ চিকিৎসা করাতে রাজি হয়নি। পরে মুখ লুকিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। পরে চলে এসেছি। প্রচণ্ড অসুস্থ বোধ করছি। হাসপাতালের পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছি। এখনও কোনো বিচার পাইনি।„ রিপনের সেই ৭ মিনিট ১০ সেকেন্ডের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওটির প্রথম ২ মিনিট ১৫ সেকেন্ড দেখা গেলেও পরের অংশটুকু অন্ধকার। তবে মারধরের শব্দ, আকুতি, অশ্লীল কথাবার্তা এসব বোঝা যাচ্ছিল। রিপনকে বলতে শোনা যাচ্ছিল, "আর মাইরেন না ভাই। ম্যালা মাইর[]যাছেন ভাই। আমাকে একটু পানি খেতে দেন। আমি মরে যাব। আমি ভুল করেছি। ক্ষমাই চাইছি। আর মাইরেন না। আমাকে মারার কথা আম্মাকে বইলেন না। আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়বে।„ এ সময় চিকিৎসকদের একজনকে রিপনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করতে শোনা যায়। এক পর্যায়ে একজন চিকিৎসক বলেন, "বল মাফ চাইছস।„ তখন রিপন বলেন, "হ, মাফ চাইছি।„ এরপরও রিপনকে মারধরের শব্দ শোনা যায়। একজন তার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চান। এ ছাড়া `চিকিৎসকদের মারতে চাওয়ায়' রিপনের হাত কেটে নিতে চান আরেকজন। এই ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এফ এম শামীম আহমেদ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এ বিষয়ে রিপন আমার কাছে অভিযোগ করেছে। আমি একটি বিভাগের সভাপতিকে প্রধান করে একটি কমিটি করেছি। রিপোর্ট পেলে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সঙ্গে সঙ্গে আমি ফরহাদ হাসান ও আলমগীর হোসেন নামে

দুইজন ইন্টার্ন চিকিৎসককে সময়িক বরখাস্ত করেছি।„ চিকিৎসকরা কেন রোগীর স্বজনের গায়ে হাত তুলবে? জানতে চাইলে মি. আহমেদ বলেন, "এটা তো কোনোভাবেই কাম্য নয়। আসলে ১২শ' শয্যার হাসপাতালে রোগী থাকে সাড়ে ৩ হাজার। বহির্বিভাগে প্রতিদিন ৬ হাজারের বেশি রোগী আসে। সবকিছু মিলিয়ে প্রতিদিন ৩০ হাজার মানুষকে আমাদের হ্যান্ডেল করতে হয়। এসব কারণে অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে কারো গায়ে হাত দেওয়া কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।„

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে ফরহাদ হাসান ডয়চে ভেলেকে বলেন, "কেন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, সেটা তো আমরা বলতেই পারি। কিন্তু পরিচালক মহোদয় আমাদের কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছেন। যেহেতু তদন্ত চলছে, ফলে আমরা কিছু বলতে পারি না। তদন্ত অনুযায়ি যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, সেটা আমরা মেনে নেব।„ গত ৫ বছরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অন্তত ১০ জন রোগীর স্বজন লাঞ্ছিত হয়েছেন। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীর লাশ ওয়ার্ডে রেখে ওই মুক্তিযোদ্ধা ও তার ছেলেকে পিটিয়েছিলেন ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা। জানতে চাইলে স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের (স্বাচিপ) রাজশাহী জেলার সভাপতি ডা. চিন্ময় কান্তি দাস ডয়চে ভেলেকে বলেন, "একদিনে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। আমাদের সংকটের মূলে যেতে হবে। হাসপাতালে ঢুকলেই দেখবেন শত শত অ্যাম্বুলেন্স। দালালদের চক্করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে কাজ করা কঠিন। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এসব ঘটনা দেখতে হবে। পাশাপাশি কোনো ঘটনা ঘটলে সেটার তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে সেটা যেই হোক। আমরা চাই সুষ্ঠু একটা চিকিৎসার পরিবেশ যেন গড়ে ওঠে।„

গত ১৪ ডিসেম্বর দুপুরে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন গৌরনদীর রিজিয়া বেগম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তখন ব্যক্তিগত কাজের অজুহাত দেখিয়ে চিকিৎসা দিতে অসম্মতি জানায় দায়িত্বরত চিকিৎসক। পরে বিনা চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু হলে রোগীর এক স্বজন চিকিৎসকের রুমে কথা বলতে যান। এসময় আনসার সদস্যদের সহযোগিতায় দায়িত্বরত চিকিৎসকরা তার উপর হামলা চালায়। এ সময় সেখানে উপস্থিত বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী তামিম ইকবাল রাজু ও তার বন্ধু মুজাহিদ প্রতিবাদ করেন। চিকিৎসকরা তাদেরও মারধর করে মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। মৃত রোগীর স্বজন মো. নাসির বলেন, "আমার দাদী রিজিয়া বেগম অসুস্থ হয়ে পড়ে। দাদীকে একটু দেখার জন্য চিকিৎসককে বারবার অনুরোধ করি, কিন্তু তারা আসেনি। যার আধা ঘণ্টা পরে আমার দাদি মৃত্যুবরণ করেন। এরপর আমার চাচা ও আমি চিকিৎসকদের বলি, আপনারা কি মানুষ? আপনার মা বাবা অন্য কারও এমন হলে আপনি কী করতেন। এমন কথা বলায় তারা কয়েকজন মিলে আমাদের এলোপাথাড়ি কিল, ঘুসি মারতে শুরু করে। এমনকি আমার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে। এমনকি আমার দাদীর মরদেহটিও আটকে রাখে।„

চিকিৎসকদের এই ধরনের ব্যবহারের বিষয়ে জানতে চাইলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ডা. এ বি এম আব্দুল্লাহ ডয়চে ভেলেকে বলেন, "রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসকদের এই ধরনের আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। সবাইকে সহনশীল হতে হবে। আসলে আমাদের সমাজে এক ধরনের অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রভাবের বাইরে নন চিকিৎসকরা। চিকিৎসকদের বুঝতে হবে এটা মহান পেশা। অন্য পেশাগুলোর সঙ্গে মেলালে হবে। রাজনৈতিক কারণে কেউ ক্ষমতাবান হয়ে অন্য কারও সঙ্গে খারপ ব্যবহার করতে পারেন না।„ বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ (শজিমেক) হাসপাতালেও ২০১৯ সালে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মারধরে আহত হয়েছিলেন হৃদরোগী মাজেদা বেগম (৫০), তার ভাই ও তিন ছেলেমেয়ে। কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে মাজেদা বেগমকে অবজারভেশন ওয়ার্ডে স্থানান্তর নিয়ে বাকবিতণ্ডার জের ধরে মুক্তিযোদ্ধা পরিবারটির সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। পরে রোগী ও তার লোকজনদের ছাড়পত্র দিয়ে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ঢাকা মেডিকেলেও গত বছর একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। রোগীর স্বজনের সঙ্গে তর্কাতর্কির জেরে কর্মবিরতিতে যান ইন্টর্ন চিকিৎসকরা। জানতে চাইলে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) সভাপতি ডা. মোস্তাফা জালাল মহিউদ্দিন ডয়চে ভেলেকে বলেন, "এক চোখে দেখলে হবে না। চিকিৎসকরাও তো লাঞ্ছিত হচ্ছেন। এগুলোও দেখতে হবে। তবে আমি কারও পক্ষে সাফাই গাচ্ছি না। যে ঘটনায় যিনি অভিযুক্ত হবেন, তার বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা খুব শিগগিরই মন্ত্রীর সঙ্গে এসব নিয়ে বসব। আশা করি সমাধানের একটা পথ বের হবে।„ (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ:১০.০২.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্যাংসনের ভয় দেখানো হয়েছিল : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে স্যাংসনের ভয় দেখানো হয়েছিল। সমালোচকরা নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারেনি। শনিবার গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি এসব কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে চেয়েছে বিএনপি। সাথে ছিল বিদেশি প্রভু। আওয়ামী লীগের আমলে তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন পৌঁছে দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন দুর্নীতি প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করতে আহ্বান জানাই। এছাড়া মজুতদারি ও চাঁদাবাজির কারণে দ্রব্যের দাম যেন না বাড়ে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। সকাল সাড়ে দশটায় এই

বিশেষ বর্ধিত সভা শুরু হয়। সভায় অংশ নেন জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষনেতা ও সংসদ সদস্যরা। সভায় দলীয় বিভেদ মেটাতে তৃণমূল নেতাকর্মীদের প্রতি নির্দেশনা দেন শেখ হাসিনা।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ.১০.০২.২০২৪ আসাদ)

বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের মোনাজাত উপলক্ষ্যে কিছু রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে : জিএমপি

বিশ্ব ইস্তেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত উপলক্ষ্যে আজ মধ্যরাত থেকে টঙ্গী ও এর আশপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে। আজ শনিবার ইজতেমা ময়দানে গাজীপুর মহানগর পুলিশের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে এই তথ্য জানিয়েছেন জিএমপি কমিশনার মাহবুব আলম। জিএমপি কমিশনার বলেন, আজ শনিবার রাত বারোটা থেকে টঙ্গী কামারপাড়া-সহ আশপাশের এলাকার মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গী থেকে গাজীপুরের ভোগড়া বাইপাস পর্যন্ত এবং আব্দুল্লাহপুর থেকে আশুলিয়ার বাইপাইল পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ.১০.০২.২০২৪ আসাদ)

বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর শেখ হাসিনার মত আর জনপ্রিয় নেতার সৃষ্টি হয়নিঃ ওবায়দুল কাদের

শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির উত্তরাধিকার হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় তিনি এ কথা বলেন। ওবায়দুল কাদের বলেন, শেখ হাসিনা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির উত্তরাধিকার। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর গত ৪৮ বছরে তার মতো জনপ্রিয় নেতা সৃষ্টি হয়নি। তিনি মৃত্যুর মিছিলের দাঁড়িয়ে বারবার জীবনের জয়গান গেয়েছেন। ওবায়দুল কাদের আরো বলেন আমরা নির্বাচন করি পাঁচ বছর পর পর। শেখ হাসিনা নির্বাচন করেন পাঁচ বছরে প্রতিদিন। কোথাও মিটিংয়ে গেলে শেখ হাসিনা ডাইরিতে নোট নেন সেখান থেকে প্রার্থী ঠিক করে মনোনয়ন দেন।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ.১০.০২.২০২৪ আসাদ)

গণতন্ত্র হত্যার খেসারত আওয়ামী লীগকে যুগ যুগ ধরে দিতে হবে : ফারুক

বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নাল আবদীন ফারুক বলেছেন, জুলুম-নির্যাতন ও অবৈধ নির্বাচন করে গণতন্ত্র হত্যার জন্য আওয়ামী লীগকে যুগ যুগ ধরে খেসারত দিতে হবে। শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া-সহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবিতে এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপি যে ভুল করেছে তার খেসারত অনেকদিন দিতে হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতেও পাকাপোক্ত তারা দল গঠন করেছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনের যে কলঙ্কের ইতিহাস তৈরি করেছে তার জবাব আওয়ামী লীগকে দিতে হবে। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ.১০.০২.২০২৪ আসাদ)

কক্সবাজারের টেকনাফের সীমান্তে আবারো গোলাগুলির শব্দে ঘুম ভেঙেছে সীমান্তবাসীর

গুলি ও মর্টারসেলের আওয়াজে আজ ঘুম ভেঙেছে কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যাং সীমান্তবাসীর। আজ শনিবার ভোরে মিয়ানমারের কুমিরখালী সীমান্ত চৌকির কাছে গোলাগুলি ও মার্টারসেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এপারের হোয়াই ক্যা ইউনিয়নের লম্বা বিল ও উনচিপ্রাং এলাকার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে গুলি এসে পড়েছে। শনিবার ভোর থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত হোয়াইক্যাং উত্তরপাড়া লম্বা বিল উনচিপ্রাং সীমান্তের পূর্বে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে এলাকাগুলিতে অবস্থিত বিজিপির ঘাঁটিগুলো দখল নিতে যে ফায়ারিং তাণ্ডব চালিয়েছে তার শব্দে কেঁপে উঠছিল টেকনাফের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী এলাকা। এছাড়া সকালে নাইখংছড়ির তুমরু সীমান্তে মিয়ানমার থেকে ছোড়া দুটি অবিস্ফোরিত গোলা উদ্ধার করেছে বিজিবি। (রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ.১০.০২.২০২৪ আসাদ)

আজ থেকে টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের সংঘর্ষের মধ্যে আজ শনিবার থেকে টেকনাফ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের মধ্যে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল স্থগিত রাখা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এর পথে পর্যটকবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকবে। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আদনান চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেছেন, নিরাপত্তার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিনগামী পর্যটক জাহাজ বন্ধ থাকবে। তবে এ সময় টেকনাফ দিয়ে পর্যটকদের চলাচল বন্ধ থাকলেও চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার থেকে জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকবে।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১০.০২.১০২৪ আসাদ)

দেশের বিভিন্ন এলাকায় শীতের মাত্রা কমতে শুরু করেছে

মাঘ মাসের মাঝামাঝি এসে কমতে শুরু করেছে শৈত প্রবাহ। শুক্রবার উনিশ জেলার উপর দিয়ে শৈত্য প্রবাহ বয়ে গেলেও শনিবার তা নেমে এসেছে ৬ জেলায়। আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়েছে পাবনা, দিনাজপুর

পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম মৌলভীবাজার ও চুয়াডাঙ্গায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু শৈত্য প্রবাহ। তবে কয়েক দিনের মধ্যে শৈত্য প্রবাহ কেটে জনজীবনের স্বস্তি ফিরবে। এদিকে আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়বে। ফলে শীতের অনুভূতি কিছুটা কমবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৃষ্টির পূর্বাভাসও দিয়েছে আবহাওয়া অফিস।
(রেডিও টুডে :১৩৪৫ ঘ. ১০.০২.১০২৪ আসাদ)

তিন দিনের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে মেঘের রাজ্য সাজেকে গেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন

তিন দিনের অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে মেঘের রাজ্য সাজেকে গেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। শনিবার দুপুরে হেলিকপ্টার যোগে সাজেক পৌঁছান তিনি। বাঘাইছড়ি উপজেলার ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাহফুজুর রহমান জানান, রাষ্ট্রপতি সফরকালীন সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগুলো দ্বারা পরিবেশিত নানা অনুষ্ঠান এবং সাজেকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবেন। এছাড়াও তিনি সফরকালীন সময়ে সাজেকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো পরিদর্শন করবেন। আগামী সোমবার দুপুরে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন সাজেক ত্যাগ করবেন।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

মিয়ানমারে চলমান সংকটের কারণে প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হতে পারে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে অবস্থানরত বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে মিয়ানমার একমত হলেও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ চলমান সংকটের কারণে প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হতে পারে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাছান মাহমুদ। শনিবার বিকেলে চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটের ডিসি পার্কে বহু শ্রেণির সংস্কৃতি উৎসব উদ্‌বোধন শেষে সংবাদ মাধ্যমকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যে সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে তাদের ফিরিয়ে নেয়ার ব্যাপারেও মিয়ানমারের সাথে কথা হয়েছে। এ সময় কারাগারে মৃত্যু নিয়ে বিএনপির অভিযোগের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, হতাশ বিএনপির ২-৩ জন নেতা মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এসব বলছে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

এরশাদের রেখে যাওয়া জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে: রওশন এরশাদ

এরশাদের রেখে যাওয়া জাতীয় পার্টির জনপ্রিয়তায় ধস নেমেছে বলে দাবি করেছেন জাপার এক অংশের চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ। তিনি প্রশ্ন রাখেন যে দলের লাখ লাখ নেতাকর্মী দক্ষতা ও যোগ্যতায় এখনো সরকার পরিচালনার স্বপ্ন দেখছে সেই দলটির সংগঠনিক অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শনিবার রাজধানীর গুলশানে অবস্থিত নিজ বাসভবনে জাতীয় পার্টির একাংশের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের বৈঠকে এসব কথা বলেন তিনি। রওশন এরশাদ বলেন পার্টি থেকে এরশাদের নামটাও প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

আগামীকাল রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এবছরের ইজতেমা

আগামীকাল রোববার আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হবে এ বছরের ইজতেমা। রোববার বাদ ফজর বয়ান করবেন ভারতের মাওলানা মুফতি মাকসুদ। পরে তার বয়ান বাংলা তরজমা করবেন মাওলানা আব্দুল্লাহ। এরপরে হেদায়েতের কথা ও আখেরি মোনাজাত শুরু হবে। বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বে আখেরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন নিজাম উদ্দিনের অনুসারী মাওলানা ইউসুফ বিন সাদ। এদিকে আখেরি মোনাজাত উপলক্ষ্যে আজ মধ্যরাত থেকে টঙ্গী ও এর আশপাশের এলাকায় যান চলাচল বন্ধ থাকবে। (রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইটবাহী ট্রাকের সঙ্গে ইজি বাইকের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছে

খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে ইটবাহী ট্রাকের সঙ্গে ইজি বাইকের সংঘর্ষে পাঁচজন নিহত হয়েছেন। শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে ডুমুরিয়া উপজেলার খর্নিয়া ইউনিয়নের আঙ্গারদোহা কালভার্ট এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত আরো দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
(রেডিও টুডে: ২১৪৫ ঘ. ১০.০২.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

বিজ্ঞানে নারীদের ক্যারিয়ার গড়ার ওপর গুরুত্বারোপ প্রধানমন্ত্রীর

ন্যায়পরায়ণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান ক্ষেত্রে নারীদের আরো অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, `আমাদের অবশ্যই তরুণীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে ক্যারিয়ার গড়ার সঠিক নীতি ও প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে।, বৃহস্পতিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে বিজ্ঞান সমাবেশে নবম আন্তর্জাতিক নারী ও কন্যা দিবসের আয়োজনে এক ভিডিও বিবৃতিতে এ গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তিনি বলেন, `বিজ্ঞানে নারীদের নেতৃত্বের পদে উন্নীত করা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে আমি ব্যক্তিগতভাবে নারী বিজ্ঞানীদের কাজকে স্বীকৃতি ও প্রণোদনার মাধ্যমে এগিয়ে নিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।, প্রধানমন্ত্রী সমাবেশে অংশ নেওয়া সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, `বিশ্ব চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় গবেষণা ও উদ্ভাবনে নিয়োজিত সব নারীকে

অভিনন্দন জানাই। বিজ্ঞানে আমাদের আরো বেশি নারী ও মেয়েদের প্রয়োজন।, শেখ হাসিনা আরো বলেন, তার সরকার দেশে হাজার হাজার নারীকে ডিজিটালভাবে ক্ষমতায়ন করছে। ডিজিটাল মার্কেটপ্লেসে তাদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি দেখে আনন্দিত বোধ করি। আমরা তরুণদের আইটি ফ্রিল্যান্সার হিসেবে বেড়ে ওঠতে সাহায্য করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।, প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে তার দেশের প্রতিবন্ধী তরুণীদের জীবনে পরিবর্তন সাধন করতে চান। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি বন্ধে জনপ্রতিনিধিদের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সব জায়গায় চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি বন্ধ করতে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় সভাপতির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, 'সব জায়গায় চাঁদাবাজি এবং মজুদদারি বন্ধ করতে হবে। আপনারা বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধি, এতে আপনাদের নজর দিতে হবে। কৃষক যাতে প্রকৃত মূল্য পায় সেদিকে নজর দিতে হবে। চাঁদাবাজি ও মজুদদারির জন্য যাতে পণ্যের দাম না বাড়ে সেটি দেখতে হবে।' বিএনপির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারে যাতে না আসতে পারে, বার বার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণ আমাদের শক্তি, তারা চেয়েছে বলে এসেছি। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ আমাদের শক্তি। এ দলটির নেতা-কর্মীদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ আমরা এখানে। বার বার নির্বাচন নিয়ে চক্রান্ত হয়েছে। সব চক্রান্ত মোকাবিলা করে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। ২০১৪-তে চেষ্টা করেছে, নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি। ২০১৮ তে এসেও আবার পরাজয় জেনে সরে গেছে। নির্বাচন যেন না হয়, সে অপচেষ্টা করেছে। এবারো বানচাল করার চেষ্টা করেছে। এখনো লম্ফ-ঝম্প করছে। কিন্তু কোনো লাভ হবে না। জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে।' দলীয় নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'এবারের নির্বাচনে আমি স্বতন্ত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম। এছাড়া আমাদের উপায় ছিল না। ভোট কেন্দ্রে যাতে ভোটার আসে, নির্বাচন যেন উৎসবমুখর হয় সেদিকে নজর রেখে উন্মুক্ত করে দিয়েছি। আমাদের অনেকেই নির্বাচন করেছে। এ নিয়ে অনেকের মধ্যে মন কষাকষি আছে, দূরত্ব তৈরি হয়েছে। যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। এখন এক হয়ে কাজ করতে হবে। কোথাও কোনো সমস্যা হলে আমরা সমাধান করব। কিন্তু নিজেরা আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এবার নৌকার জোয়ার ছিল, এ জোয়ারেও জিততে না পেরে একে-ওপরকে দোষারোপ করে লাভ নেই।' সভায় সূচনা বক্তব্য দেন সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যরিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। এ সভায় আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, জেলা/মহানগর ও উপজেলা/থানা/পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় সংসদের দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য, জেলা পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের দলীয় চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার দলীয় মেয়র এবং সহযোগী সংগঠনগুলোর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা অংশ নিয়েছেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

সুষ্ঠু নির্বাচন কোথায় হয়নি দেখাতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কিছু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে বলা হচ্ছে যে, 'নির্বাচন হয়েছে ঠিক; কিন্তু অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি। তাদের দেখাতে হবে কোথায় সুষ্ঠু নির্বাচন হয়নি। আমরা তো এতটুকু বলতে পারি, নির্বাচন অত্যন্ত অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে।' আজ শনিবার সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ সভাপতি আরো বলেন, ৮১টা সংস্কার প্রস্তাব কার্যকর করে নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে দিয়েছি। নির্বাচন কমিশন যাতে নিরপেক্ষ কাজ করতে পারে সে ব্যবস্থা করেছি। এই সাহস আওয়ামী লীগেরই আছে। যার কারণে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। সব বাহিনী নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে।' দেশি-বিদেশি একটি পক্ষ নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অনেকে চেয়েছে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু না হোক, তাতে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে এবং স্যাংশনস দেওয়া যাবে। স্যাংশনস নিয়ে আমি বলেছিলাম, আমরাও স্যাংশনস দিতে পারি। না জেনে বলি নাই। আমি স্যাংশনসের সব জানি বলেই বলেছি।' বিএনপির সমালোচনা করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকারে যাতে না আসতে পারে, বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। জনগণ আমাদের শক্তি, তারা চেয়েছে বলেই এসেছি। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ আমাদের শক্তি। এই দলটির নেতা-কর্মীদের ত্যাগের বিনিময়ে নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজ আমরা এখানে।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

৪৮ বছরে শেখ হাসিনার মতো জনপ্রিয় নেতা সৃষ্টি হয়নি : ওবায়দুল কাদের

৪৮ বছরের মধ্যে দেশে শেখ হাসিনার মতো জনপ্রিয় নেতা সৃষ্টি হয়নি বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, 'শেখ হাসিনা হচ্ছেন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মুক্তির উত্তরাধিকারী। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর গত ৪৮ বছরে তার মতো জনপ্রিয় নেতা সৃষ্টি হয়নি।' আজ শনিবার সকালে গণভবনে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভার সূচনা বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সভার সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ওবায়দুল কাদের বলেন, আমরা নির্বাচন করি পাঁচ বছর পরে এক মাস। শেখ হাসিনা নির্বাচন করেন প্রতিদিন। তিনি যখন কোনো অঞ্চলে যান, সেখান থেকে এক দুইজনের নাম লিখে রাখেন। যখন জাতীয় সংসদ বা সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন হচ্ছে, তখন ওই ডাইরি থেকে নামগুলো এনে ঠিক করে নেন। ১৫ বছর আগের এবং ১৫ বছর পরের বাংলাদেশ ছবির রূপান্তরের রূপকার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।' তিনি আরো বলেন, 'শেখ হাসিনা হচ্ছেন অর্থনৈতিক মুক্তির উত্তরাধিকারী। গত ৪৮ বছরে দক্ষ প্রশাসকের নাম শেখ হাসিনা। সাহসী রাজনৈতিকের নাম শেখ হাসিনা। তিনি বাংলাদেশের রূপান্তরের রূপকার। যিনি মৃত্যুর মিছিলে দাঁড়িয়ে বারবার বাংলার জয়গান গেয়েছেন।' এতে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। অংশ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের জাতীয় কমিটি, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

দেশে উন্নতি হয়েছে বলেই যানজট বেড়েছে : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী

দেশের উন্নতি হয়েছে বলেই রাজধানীতে যানজট বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। শনিবার রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। `ঢাকার যানজট মেট্রোরেল, এক্সপ্রেসওয়ের প্রভাব, শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করে ঢাকা ইউটিলিটি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ডুরা। তাজুল ইসলাম বলেন, 'বর্তমান সরকার টানা চতুর্থবার ক্ষমতায় আছে। ফলে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সবচেয়ে বেশি হয়েছে। ফলে আগে যে মানুষের কাছে টাকা কম ছিল, তখন তারা হেঁটে যেত। এখন মানুষের কাছে টাকা হয়েছে। তারা গণপরিবহনে যাতায়াত করেন। অনেকে ব্যক্তিগত গাড়িতে যাতায়াত করেন।' তাজুল ইসলাম বলেন, 'এ ঢাকা শহরে অনেক সমস্যা ছিল। আমরা সেসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে নানান প্রকল্প নিচ্ছি। মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে তার মধ্যে অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী উন্নত বাংলাদেশ গঠনে কাজ করছেন। আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্তার সব দিকে সমানতালে কাজ চলছে।' হকার অব্যবস্থাপনা ঢাকায় যানজট সমস্যার অন্যতম বড় কারণ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, 'নগরের ফুটপাতে যত্রতত্র হকার বসে। অনেকে রাস্তার পাশে ভ্যান গাড়ি রেখে দেয়। ফুচকার দোকান বসায়। এতে করে যানজট সৃষ্টি হয়। এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করার সুযোগ আছে। ধাপে ধাপে সব কাজ করতে হবে। সেমিনারে রাজউকের প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ আশরাফুল ইসলাম, বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক কাজী মোঃ সাইফুন নেওয়াজ, নগর পরিকল্পনাবিদ আয়েশা সাঈদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। কি-নোট উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স, বিআইপির সভাপতি ড. আদিল মুহাম্মদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডুরার সভাপতি ওবায়দুল মাসুম এবং সঞ্চালনা করেন সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান মোল্লা।(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

টেকসই উন্নয়ন দেশের ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ : পরিবেশমন্ত্রী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, 'বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য টেকসই অবকাঠামোগত উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের অবকাঠামোর জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে উদ্ভাবন অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের অবকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো নকশা এবং টেকসই অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট উপকরণ এবং প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলিতে গবেষণায় জোর দিতে হবে।' আজ শনিবার রাজধানীর ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইউআইইউতে সেন্টার ফর স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেজিলিয়েন্স এ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি সেন্টার উদ্‌বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এ কথা বলেন। পরিবেশমন্ত্রী বলেন, 'অবকাঠামো খাতে কর্মরত পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি অত্যন্ত সময়োপযোগী। স্মার্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার রেজিলিয়েন্স এ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি সেন্টারের প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশে টেকসই অবকাঠামো সমাধানে গবেষণা ও উন্নয়নের অগ্রগতির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।' মন্ত্রী সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নে গবেষণায় আরো জোর দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'সরকার এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউআইইউর উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ আবুল কাশেম মিয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহাম্মদ ইব্রাহিম। আরো বক্তব্য রাখেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোঃ মুজিবুর রহমান, প্রফেসর ড. আফজাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে একাডেমিয়া, শিল্প এবং সরকারি সংস্থার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

সুযোগ পেলে চিকিৎসায় উদাহরণ সৃষ্টি করবে বাংলাদেশ : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

পর্যাপ্ত সুযোগ পেলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সারা বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারবে বলে উল্লেখ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের চিকিৎসকরা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছেন।' আজ শনিবার সকালে শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন এ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে এক সংবাদ সম্মেলনে

এ কথা বলেন মন্ত্রী। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'নাক রিকনস্ট্রাকশন সার্জারি বাংলাদেশে আগেও অনেক হয়েছে। তবে বিদেশি প্রথম রোগী ভুটানের ২৩ বছর বয়সী কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থী কারমা দেমার সফল সার্জারি বার্ন ইনস্টিটিউটের একটি বড় অর্জন।' তিনি আরো বলেন, 'দেশের চিকিৎসায় সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরানোর লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। এছাড়া ভুটান বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে ১০-১৫ ইউনিটের বার্ন ইউনিট করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অন্তত সার্কভিত্তিক দেশগুলোতে বাংলাদেশের চিকিৎসকদের বিভিন্ন ক্যাম্প করার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে।' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদূত রিনচেন কুয়েনসিল-সহ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

১৪ ফেব্রুয়ারি সংরক্ষিত আসনের জন্য সাক্ষাৎকার নেবে আওয়ামী লীগ

জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত আসনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেবে আওয়ামী লীগ। বুধবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি গণভবনে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করবেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার আওয়ামী লীগের দফতর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে মঙ্গলবার, ৬ ফেব্রুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের জন্য মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ওইদিন সকাল ১০টায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ফর্ম বিক্রি শুরু হয়। সংসদের সংরক্ষিত আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশায় দলীয় ফর্ম কেনেন এক হাজার ৫৪৯ জন নারী। মোট সাত কোটি ৭৪ লাখ ৫০ হাজার টাকার মনোনয়ন ফর্ম বিক্রি করে দলটি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

গণতন্ত্র হত্যার জন্য আওয়ামী লীগকে যুগ যুগ ধরে খেসারত দিতে হবে : জয়নুল আবদিন ফারুক

জুলুম, নির্যাতন ও অবৈধ নির্বাচন করে গণতন্ত্র হত্যার জন্য আওয়ামী লীগকেই যুগ যুগ ধরে খেসারত দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য জয়নুল আবদিন ফারুক। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া-সহ সব রাজবন্দির মুক্তির দাবিতে শনিবার, ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন। বিএনপি যে ভুল করেছে তার খেসারত অনেকদিন দিতে হবে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের এমন বক্তব্যের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, `আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে ও পাকাপোক্ত করতেই তারা দল গঠন করেছে। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে যে কলঙ্কের ইতিহাস তৈরি করেছে তার জবাব আওয়ামী লীগকে দিতে হবে।, সরকার প্রধানের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, `যতই ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চান, জনগণ আর আপনাদের টিকতে দেবে না।, বিএনপির এ নেতা বলেন, `বাংলাদেশের মানুষ চায় আর যেন কোনো দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন না হয়।, এসময় বিএনপি চেয়ারপার্সন-সহ সব কারাবন্দির মুক্তি দাবি করেন তিনি। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

মুক্তি পেলেন বিএনপি নেতা প্রিন্স

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স জামিনে মুক্ত হয়েছেন। শনিবার, ১০ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১টায় কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান। তিনি জানান, 'সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স কারাগার থেকে বের হয়ে সরাসরি কলাবাগানের বাসভবনে যান। এর আগে গত বছরের ৪ নভেম্বর বাড্ডার এক আত্মীয়র বাসা থেকে সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্সকে গ্রেফতার করে পুলিশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জনের করোনা শনাক্ত

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৬ জনের দেহে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০ লাখ ৪৭ হাজার ৫২৩ জনে। এ সময়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হয়নি। ফলে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ২৯ হাজার ৪৮৩ জনে অপরিবর্তিত রয়েছে। আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে পাঠানো করোনা বিষয়ক নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, '২৪ ঘণ্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন ২৭ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৭০৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় পরীক্ষা করা হয় ৫৯০টি নমুনা। পরীক্ষার বিপরীতে শনাক্তের হার ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। মহামারির শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৩ দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ১০.০২.২০২৪ প্রতীক)

BBC

PAKISTAN ARMY URGES UNITY AS EX-PM'S BOTH DECLARE WIN

Pakistan's powerful army chief has urged the country to leave "anarchy and polarization" behind as two ex-prime ministers declared victory in an election that has defied expectations. With most results in, independent candidates linked to jailed PM Imran Khan have won most seats. But Nawaz Sharif, another ex-PM widely seen as having the army's

backing, has urged others to join him in coalition. Officials have also rejected Western criticism of how the election was run. With no clear outcome, General Asim Munir called on all parties to show maturity and unity, saying the politics of polarization did "not suit a progressive country of 250 million people". (BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

GAZANS SURVIVING OFF ANIMAL FEED AND RICE AS FOOD DWINDLES

People living in the isolated north of Gaza have told the BBC that children are going without food for days, as aid convoys are increasingly denied permits to enter. Some residents have resorted to grinding animal feed into flour to survive, but even stocks of those grains are now dwindling, they say. People have also described digging down into the soil to access water pipes, for drinking and washing. The UN has warned that acute malnutrition among young children in the north has risen sharply, and is now above the critical threshold of 15%.
(BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

SEVEN KILLED AFTER RUSSIA DRONE HITS KHARKIV PETROL STATION

At least seven people have been killed in an overnight Russian drone attack that hit a petrol station in the north-eastern city of Kharkiv, officials say. The drones caused large fires in a residential area in the east of the city, regional head Oleh Synehubov said. Five members of one family, including a baby and two children, were among the victims, he said. Russia's military has made no public comments on the reported strikes.
(BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

CHILD RESCUED AFTER 60 HOURS UNDER RUBBLE IN PHILIPPINES

A three-year-old girl has been rescued from a landslide in southern Philippines sixty hours after she was buried. Rescuers had given up hope of finding more survivors, and hailed the rescue of the child on Friday as a miracle. The landslide took place near a gold mining village of Masara in the Davao de Oro province in the Mindanao region on Tuesday. Officials say 28 people have died and about 77 others are missing. The landslide struck Tuesday night, destroying houses and engulfing three buses and a jeepney - a type of minibus - waiting to pick up workers from the gold mine. (BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

IRAQ COULD BE PUSHED INTO CONFLICT, MINISTER WARNS

Iraq could be pushed into conflict by tit-for-tat attacks on its territory by Iranian-backed militias and US forces, Iraqi foreign minister, Dr Fuad Hussein, has told the BBC. "The tension nowadays between Iran and the United States is very high," he said. "I hope both sides will stop their attacks. They are not going to solve their problem on Iraqi soil," he said. "We paid a very big price." The American strikes were in retaliation for the killing of three US soldiers in Jordan. The US military says it will continue to take necessary action to protect its own people. As the two sides battle it out, Iraq is getting burnt.
(BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

CLASHES SPREAD IN SENEGAL OVER ELECTION DELAY

Violent protests in Senegal against the postponement of presidential elections have spread across the country, with the first fatality reported. A student died in clashes with police on Friday in the northern city of Saint-Louis, an opposition leader and a local hospital source said. In the capital Dakar, security forces fired tear gas and stun grenades to disperse the crowds. The 25 February elections were last week delayed by MPs until 15 December. President Macky Sall had earlier called off the polls indefinitely, arguing this was needed to resolve a dispute over the eligibility of presidential candidates.
(BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

ISRAELI MILITARY KILLS 28 AFTER NETANYAHU SIGNALS RAFAH INVASION PLAN

The Israeli military has killed at least 28 Palestinians in strikes on Rafah immediately after Prime Minister Benjamin Netanyahu signalled that an invasion of the city in southern Gaza may be close. Three air raids on residential homes in the Rafah area killed at least 28 people overnight into Saturday, according to a health official and The Associated Press journalists who saw the bodies arriving at hospitals. As with many previous Israeli air raids, each attack reportedly killed multiple members of three families, including a total of 10 children, the youngest of whom was only three months old.
(BBC Web Page: 10/02/24, FARUK)

:: THE END ::